Cat. 1163
Reg. 17
8/12/14

1163 **Anath Bandhu Sen.**—(সচিত্র) রেল অবতার।

[(Sachitra) Rel Avatár. (Illustrated) Incarnations of the Railway. A collection of short humorous stories regarding railway employés.] Pages 1, 60. Published by Rámnáráyan Datta, 209, Cornwallis Street, Calcutta. 1320 sál or 1913-14 A. D. [30th September, 1913.] 16°. 1st edition. *Illustrated.*

Price, 6 annas.

Beng 1163 f 10

সচিত্র

রেল অবতার।

ভূতপূর্ব্ব ষ্টেশন-মাষ্টার

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন প্রণীত।

INDIA OFFICE
17 JUN 1916
LIBRARY.

প্রকাশক

শ্রীরামনারায়ণ দত্ত

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২০

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

[ভিঃ পিঃতে ॥০ আনা]   মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

কলিকাতা,
৬৫।১ নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট,
"শিশু প্রেস" হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

কতকগুলি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রেল অবতারের লীলা খেলা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ঘটনা গুলি বাস্তব হইলেও, ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের নাম নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া, নামান্তরে প্রকাশিত করিলাম। গল্প গুলি হাস্যোদ্দীপক হইবে বলিয়াই আমি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, নতুবা এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি একজনও আনন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেই শ্রম সফল হইল বিবেচনা করিব।

গ্রন্থকার—

রেল অবতার।

নেশাখোরের ইসারা।

আবশ্যক হইলে রেলের লোকেরা এক ষ্টেসন হইতে অন্য ষ্টেসনে বিনা পয়সায় টেলিগ্রাম পাঠাইয়া থাকেন। অবশ্য এ বন্দোবস্তটা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে। কোম্পানীর এমন কিছু নিয়ম নাই, যে, তাঁহারা এ সুবিধাটা ভোগ করিতে পারিবেন। এক ষ্টেসন হইতে অপর ষ্টেসন পর্য্যন্ত তারের সংযোগ থাকিলেই খবর পাঠান যায়। এই রকম খবর পাঠানোর নাম—"প্র্যাকটিশ্" দেওয়া। গরীব, অল্পবেতনের কর্ম্মচারীরা, প্রয়োজন মত এরূপ 'প্র্যাকটিশ্' ত দিয়াই থাকে—বেশী মাহিনার বড় বড় রেলের সাহেবেরাও এ সুবিধাটা ছাড়েন না।

রাত্রি প্রায় ৯॥ টার সময়, সান্তাহারের বড় তারবাবু একটু ব্যস্ত ভাবে আসিয়া, অপর একটি তারবাবুকে বলিলেন—"ওহে কালী, সারাঘাটকে ডেকে ধ'রত। একটা জরুরী প্র্যাক্‌টিশ্ আছে—এ টা, সেখান থেকে দারজিলিং মেল ছাড়্‌বার আগেই দিতে হবে। এই সময়েই দিতে পার্‌লে ভাল হয়—না হলে, কাজের ভিড়ে সারাঘাটকে আর ডেকে পাওয়া যাবে না।"

কালী বাবু 'সারাঘাট'—'সারাঘাট'—করে ডাকতে আরম্ভ করলেন।

বড় তারবাবু একটা টেলিগ্রাফের ফারম নিয়ে, 'প্র্যাক্‌টিশ্‌' খানি লিখ্‌লেন—

—"দুই বোতল গঙ্গার (এখানে পদ্মার) জল আজ রাত্রিকার দারজিলিং মেলে নিশ্চয়ই পাঠাইয়া দিবে।"

এই 'প্র্যাকটিশ' টা দেওয়া হলো—সারাঘাটের বড় তার-বাবু হারুবাবুকে।

দারজিলিং মেল ছাড়িবার বেশী বিলম্ব নাই, এমন সময় প্র্যাক্‌টিশ্‌ খানা সারাঘাটে পৌঁছিল। হারুবাবু তখন আফিসে ছিলেন না—ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। আর সময় বেশী নাই দেখিয়া ছোট তারবাবু হারুবাবুর অপেক্ষা না করিয়া, সোরাব্‌জীর হোটেল থেকে দুইটী খালি বোতল চাহিয়া লইয়া পদ্মার জল ভরিয়া লইয়া আসিলেন।

গার্ডের মারফত যখন পাঠাইতে যাইবেন. তখন হারুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ছোট তার বাবু বলিলেন—"মাষ্টার মশায় সান্তাহার থেকে দুই বোতল গঙ্গাজল পাঠাবার 'প্রাক্‌টিশ' দিয়েছিলেন। আপনি ছিলেন না—কাজেই আমি দুটো বোতল জল পুরে, এই গার্ড সাহেবকে দিতে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোন পূজো আচ্ছা হ'বে—তা না হলে কি, দারজিলিং মেলেই গঙ্গাজল পাঠাতে বলেছেন?"

হারুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"প্র্যাকটিশ্‌'টা মধু খুড়ো দিয়েছেন ত? তা' হলে—তুমি বোতল দুটো আফিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এখন সময় নেই—ব্যাপারটা পরে বল্‌ব।"

এই বলে, হারুবাবু সোরাব্জীর হোটেলের দিকে দৌড়ুলেন। ম্যানেজারকে দুই বোতল ব্রাণ্ডী বার্ করে দিতে বল্লেন। বোতল দুটো পেয়েই—বোঁ করে গার্ড সাহেবকে দিয়ে এলেন। মেল ট্রেন ছেড়ে দিলে।

* * *

ব্যাপারটি কি, শোন্বার জন্য ছোট তারবাবু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বসে ছিলেন। হারুবাবু ফিরে এলে, জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা মশায়, ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? আমিত জানবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি!"

হারুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"ওহে তোমরা ছেলে মানুষ, তোমাদের কাছে বল্‌তেও লজ্জা হয়, না বল্লেও, চলে না। তোমরা দু দিন রেলে ঢুকেছ বইত নয়! আমাদের কথার ইসারা জান্‌বে কেমন করে? মধুখুড়ো কস্মিন কালেও পূজো আচ্ছা করে না। তার দরকার হলো কিনা—গঙ্গাজল!—ক্ষেপেছ? দু বোতল মদের দরকার হয়েছিল, তাই 'প্র্যাক্‌টিশ্' দিয়েছিল। দারজিলিং মেলে জিনিষটে দিয়ে পাঠালে ভোর্ রাত ফুর্ত্তি চল্‌বে, তাই দারজিলিং মেলেই পাঠাবার হুকুম! এটা হচ্ছে আমাদের নেশাখোরের ইসারা। হর্‌দম্ ত, গঙ্গাজল, এখানে সেখানে চেয়ে পাঠাচ্ছে, আমরাও পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ 'প্র্যাক্‌টিশ'টা দেখলে কে বল্‌বে যে মধু খুড়ো দু বোতল গঙ্গাজল না চেয়ে, দু বোতল আসল ব্রাণ্ডী চেয়ে পাঠিয়েছেন? তুমিও ত বুঝতে পার নাই। ওহে এটা

আমাদের ঠারেঠোরে ইসারা। কিছুদিন রেলে থাক্‌লেই এ সব জান্‌তে কিছু বাকি থাক্‌বে না। তবে এ ইসারার বিপত্তিও আছে ; তবে একটা গল্প বলি শোন ঃ—

"নীলরতন বাঁড়ুয্যে সান্তাহারের একটু দূরে একটা ছোট ষ্টেসনের মাষ্টার ছিলেন। যে যায়গায় তিনি থাক্‌তেন, সেখানে চাল্‌, ডাল্‌, জিনিষ পত্র বড় কিছু পাওয়া যেত না। সব জিনিষই সান্তাহার থেকে আনিয়ে নিতে হ'ত। সান্তাহারের এসিষ্টাণ্ট এক সময় তাঁর তারবাবু ছিলেন ; তিনিই জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিতেন।

বাঁড়ুয্যে মশায় ত্বরিতানন্দের ভক্ত ছিলেন ; অর্থাৎ—একটু বেশী মাত্রায় গঞ্জিকা সেবন করতেন। সান্তাহারের নিকট নওগাঁয় গাঁজার আড্ডা ; একটু সস্তাও পাওয়া যায়। কাজেই বাঁড়ুয্যে মশায় সান্তাহার খেকেই গাঁজা আনাতেন।

লোক না বুঝতে পারে সেই জন্য এসিষ্টাণ্ট বাবুকে বলা ছিল—দরকার পড়িলে তিনি তারে 'প্র্যাকটিশ' দিবেন। চাউল দরকার জানাইলেই—গাঁজা দরকার, বুঝিতে হইবে। একমণ লিখিলে—এক ভরি, দুইমণ লিখিলে—দুইভরি। এইরূপ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আসল চাউলের, কিম্বা অন্য জিনিষের দরকার হলে, তিনি চিঠিতে জানাইবেন।

বলিয়াছি ত—বাঁড়ুয্যে মশায় একটু পাকা রকমের গাঁজা খোর। কাজেই এরূপ 'প্র্যাকটিশ্‌' প্রায়ই আসিত। সঙ্কেত জানাছিল বলিয়া গাঁজা পাঠাইবার ও তাঁহার পাইবার কোন গোলমাল হইত না।

একদিন বাঁড়ুয্যে-গিন্নি বল্লেন—"ওগো দেখ, তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি—আমাদের চাল ফুরিয়ে গেছে। আজই চিঠি লিখে দাও, কাল যেন সকালেই চাল এসে পড়ে, না হলে রান্না চড়বে না।"

বাঁড়ুয্যেমশায় চিঠি লিখবেন বল্লেন, কিন্তু কাজের গতিকে চিঠি দিতে ভুলে গেলেন। মনে কল্লেন, তার পর দিন সকালেই একটা 'প্র্যাকটিশ্‌' দিয়ে দিবেন বেলা দশটার মধ্যেই চাল এসে পড়বে।

খুব সকালে একখানা 'প্র্যাক্‌টিশ' লিখে, তাঁর ছোটবাবুকে পাঠিয়ে দিতে বল্লেন। ছোটবাবুরও চালের দরকার ছিল; কাজেই, তিনিও তাঁর জন্য একমণ পাঠিয়ে দেবার জন্য, বাঁড়ুয্যে মশায়কে লিখ্‌তে বল্লেন। বাঁড়ুয্যে মশায় 'প্র্যাকটিশ' দিলেন :—

—"দুইমণ চাউল প্রথম ট্রেণেতেই পাঠাইয়া দিবে। রাঁধিবার কিছুই নাই।"

* * *

সান্তাহারের এসিষ্টাণ্টবাবু সবেমাত্র দুই দিন আগে দুই ভরি গাঁজা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আবার পাঠাইবার জন্য তার দেওয়ায়, বাঁড়ুয্যে মশায়ের উপর একটু বিরক্ত হইলেন। মনে মনে বল্লেন—"লোকটা যাচ্ছেতাই গাঁজাখোর হ'য়ে পড়েছে! দুই ভরি গাঁজা দুই দিনেই শেষ করে ফেলেছে—এক ছিলিমও গাঁজা নাই, যে সকাল বেলাটায় খায়। তাই প্র্যাকটিশ্‌ দিয়েছে রাঁধিবার কিছুই নাই।"

বিরক্ত হইলেও, এসিষ্টাণ্টবাবু দুই ভরি গাঁজা প্রথম ট্রেণেই পাঠিয়ে দিলেন।

গাড়ী আসিল, কিন্তু চাল আসিল না। বাঁড়ুয্যে মশায় গার্ডের গাড়ী খুঁজিলেন, গার্ডকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। গার্ড বলিল "চাল টাল কিছুই দেয় নাই, তবে একটা খামে করে চিঠি দিয়েছে, সেটা আমার গাড়ীতে আছে দেখুন।"

গাড়ী চলিয়া গেলে, বাঁড়ুয্যে মশায় চিঠি খুলিলেন। চিঠির ভিতরে এক মোড়ক গাঁজা—ওজন প্রায় দুই ভরি। একখানা চিঠিও আছে; তাতে এসিষ্টাণ্টবাবু, বাড়ুয্যে মশায়কে, একটু কম করে গাঁজা খেতে অনুরোধ করেছেন। এসিষ্টাণ্ট বাবু বাঁড়ুয্যে মশায়কে একটু ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

বাঁড়ুয্যে মশায় অন্য কিছু ভাবিবার সময় পাইলেন না। চাউল আসিল না—গিন্নিকে কি কৈফিয়ৎ দিবেন—এই ভয়ে তাঁহার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল।

ছোটবাবু, চাউল আসিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"তাই ত হে, চা'ল্ কেন এল না—তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

ছোটবাবু আর কি বলিবেন ?—

* * *

বাঁড়ুয্যে মশায় মুখ কেঁচু মেচু করে বাসার ভিতরে গেলেন। এদিকে অনেকক্ষণ দশটা বাজিয়া গিয়াছে। গিন্নিঠাক্‌রুণ মেজাজ গরম করিয়া আছেন। বাঁড়ুয্যেকে দেখিয়া বলিলেন—

ওগো, তবে—কথাটা শুনবে ?

শিশুপ্রেস।

"বেশত তোমার আক্কেল! গাড়ীখানা কতক্ষণ চলে গেছে, এখনও তোমার চাল্ পাঠিয়ে দেওয়া নেই? এত বেলা হ'লো, আমি কখন রাঁধ্‌ব—? বুড়ো হচ্ছ—কোথা রোজ রোজ বুদ্ধি বাড়বে, না বাঁদর হচ্ছ।"

বাঁড়ুয্যে মশায় ভয়ে আরও জড়সড় হলেন; তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন:—

"ওগো, চাল্ কি আর এসেছে, যে আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো? আমিত ঠিকমতই তার করেছিলুম; রান্না হবে না পর্য্যন্ত লিখে দিয়ে ছিলুম—যাতে চাল্ পাঠাতে ভুল না হয়। কিন্তু সে বড় ভুল করে ফেলেচে। সে তুমণ চাল্ না পাঠিয়ে—তু ভরি গাঁজা পাঠিয়ে দিয়েছে। ওগো, তবে—কথাটা শুনবে?"

বাড়ুয্যে, গিন্নির রাগটা থামাইবার জন্য আরও নরম স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"আমি গাঁজা খাই, তাতো জান। গাঁজার কথাটা লেখা যায় না বলে, আমি সতীশকে লিখ্‌তুম—চাল্ পাঠাবে। অবশ্য আমাদের মধ্যে, বোঝা পড়া ছিল।

"এবার কিন্তু ভারী ভুলেছে। রান্নার জন্য দরকার, এত বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলেও—গাঁজা না হয়ে, যে আসল চাল্ চেয়ে পাঠিয়েছি, তা সে বুঝ্‌তে পারে নাই। এখন কি করবে বল—ছোটবাবুদের ঘর থেকে কিছু চাল্ টাল নিয়ে এ বেলাটা চালিয়ে দাও। আমি আবার তাকে তার করছি।"

গিন্নি চেঁচিয়ে বল্লেন—"ওগো, তোমার আর তার পাঠিয়ে

কাজ নাই। তোমার গাঁজাখোরের বুদ্ধি না হলে কি, চাল্ লিখলেও গাঁজা আসে? আমার বাপ একটা গাঁজাখোরের হাতে দিয়ে গেছেন বইত নয়। হা অদৃষ্ট! ওরে, কেন আমার মরণ হলো না”—ইত্যাদি বল্‌তে বল্‌তে গিন্নি থপ্ করে বসে পড়লেন। কান্নার স্বর ক্রমেই চড়তে লাগলো।

বাঁড়ুয্যে মশায়, মন খারাপ হইতেছে দেখিয়া, আর এক ছিলিমের যোগাড় করিতে চলিলেন।

তারে জামাইষষ্ঠী।

পদ্মার ওপারে সবে সেই রেল খুলেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ীর যাতায়াত তখনও আরম্ভ হয় নাই। দিনের মধ্যে একখানা মাল গাড়ী যায় ও একখানা মালগাড়ী আসে। কিন্তু ষ্টেশনে লোকের ভিড় দেখে কে! দেশের যত নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক, কেমন করে 'ছ্যাওতায়' (দেবতায়) গাড়ী টান্‌ছে, তাই দেখ্‌তে আসে। এঞ্জিনখানাই জীবন্ত—কাজেই সেটাকে দেবতা ভেবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ড্রাইভার গুলোও তেমনি—লোক দেখ্‌লে, এঞ্জিনখানাকে ফ্যাঁস্ ফোঁস্ করিয়ে তাদের বিস্ময় আরও বাড়িয়ে দেয়। 'ছ্যাওতা' দেখছে বলে, তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে, না দিলে তাড়িয়ে দেয়। আবার যাদের কৌতুহল বড় বেশী—তারা ড্রাইভারকে বেশী পয়সা দিয়ে, এঞ্জিনটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে নেয়। মোট কথা, ড্রাইভারদের তখন পোহাবারো—এক দিনের 'উপরি আয়' তাদের মাহিনার চেয়ে কম নয়।

ষ্টেশনে তখন দুটি বাবু; একজন ষ্টেশন-মাষ্টার ও এক জন তারবাবু। ষ্টেশন-মাষ্টার কায়স্থ; বয়স ৩৫।৩৬ এর মধ্যে। আর তারবাবুটি—তাঁর বয়স ২০।২২ এর ভিতর;

জাতিতে ব্রাহ্মণ—লম্বা টিকি—আর এই পইতার গোছা! তারবাবু ছিটে ফোঁটা কাটেন—পূজা আহ্নিক করেন—দেখ্‌তে যেন পরম সাত্ত্বিক পুরুষ।

একদিন তারবাবু ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লেন—"দেখুন মাষ্টার ম'শায়, এ সময়ে ড্রাইভার বেটারা বেশ দুপয়সা রোজগার কচ্ছে, আমাদের জমাদার, পয়েণ্টস্‌ম্যান পর্য্যন্তও বাদ যাচ্ছে না। এমন একটা দাঁও থাক্‌তে আমরাই খালি ফাঁকে পড়চি। এখন ত আর মাল টাল হচ্ছে না, যে দু পয়সা রোজগার হবে? আসুন না কেন, একটা ফন্দি খাটিয়ে কিছু মেরে নেওয়া যাক্‌—সমস্ত দিনটা শুধু বেকার বসে থাকা হয় বইত নয়।"

ষ্টেশন-মাষ্টার হেসে বল্লেন—"মন্দকি? একটা ভাল রকমের ফন্দী ঠাউরে ফেলুন্‌ দেখি—আমার ত মাথায় তেমন কিছু খেল্‌ছে না।"

তারবাবু বল্লেন—"আমার ফন্দি টন্দি সব ঠিক করা আছে, তবে কাল থেকেই কাজটা সুরু করা যাক্‌।"

তার পরদিন বেলা আট্‌টা ন'টার সময়, তারঘরের বেঞ্চি চেয়ার সরিয়ে বেশ পরিষ্কার করা হলো। কোশাকুশী ও নৈবেদ্য সাজিয়ে, একটা হরিণের চামড়া পেতে, তারবাবু সেই ঘরটায় বস্‌লেন—ধূপ ধূনা জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। তারের কলটার উপর খানিকটা সিন্দুর লেপে রাখা হলো।

সকাল থেকেই লোকজন আস্‌তে আরম্ভ করেছিল। বেলা দশটার মধ্যে, ষ্টেশনটি লোকে ভরে গেল। জমাদার, পয়েণ্টস্‌ম্যান

গুলোকে শিখান ছিল;—তারা বল্লে "ঘরের মধ্যে 'ছ্যাওতার' পূজো হচ্ছে, তোমরা দেখবে তো যাও। ভাল করে পূজোর পয়সা কড়ি দিলে 'ছ্যাওতা' ভারী সন্তুষ্ট হবেন। এমন জাগ্রত 'ছ্যাওতা' যে আর নাই, তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।"

লোকগুলা নূতন কিছু দেখতে পাবে বলে, ছুটে তারঘরের দিকে গেল। দরজার কাছে, পূজো দেখবার জন্য, ভারী ঠেলা ঠেলি, হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিলে। পয়েণ্টস্‌ম্যান, জমাদারেরা অনেক করে তাদের থামিয়ে রাখ্‌লে।

তারবাবু স্তিমিতনেত্রে কতকক্ষণ ধ্যান কর্‌লেন। তার পর কোশাকুশী আর নৈবেদ্য নেড়ে পূজো আরম্ভ হলো। সে পূজো কি শিগ্‌গির ফুরোয়? প্রায় দুঘণ্টা চল্‌লো। পূজো শেষ হ'লে তিনি সবাইকে বল্লেন—"তোমরা সব খোঁটাখুঁটী ছেড়ে দাঁড়াও, শিগ্‌গির 'ছ্যাওতা' আস্‌ছেন।"

লোকগুলো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারবাবু ঘণ্টার কলে চাবিটা এঁটে দিয়ে, একখানা লাল চেলির কাপড় দিয়ে কলটা ঢেকে দিলেন। একটু পরেই ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ হলো।

তারবাবু চেঁচিয়ে বল্লেন—"এই 'ছ্যাওতা' এসেছেন—এই 'ছ্যাওতা' এসেছেন। তোমরা প্রণামী দাও আর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর—'ছ্যাওতা' তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।"

লোকগুলো প্রণাম করে, একটা সিঁদুর দেওয়া থালার উপর টপাটপ্‌ পয়সা ফেল্‌তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে থালাখানা

প্রায় ভরে গেল। যাবার সময় তারবাবু সবাইকে বলে দিলেন, 'এই জাগ্রত ঠাকুরকে পূজো দিলে, রোগ, শোক, ব্যাধি কিছুই থাকে না। ঠাকুর জীয়ন্ত দেবতা—আপনার আসার কথা আপনি জানিয়ে দেয়।

লোকগুলো বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেল।

এই কথা গ্রামে গ্রামে রটে গেল, লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। আতপ চাল, কলা, নানা রকম ফল—এমন কি, দু চার্‌টে পাঁটা পর্য্যন্ত পূজোর জন্য আসতে লাগল। এক খানা থালাতে পয়সা ধরেনা বলে, তিন চারটে থালা সাজিয়ে রাখতে হলো।

তারবাবুও নানারকম করে, তাদের বিশ্বাস ক্রমেই বাড়িয়ে তুল্‌তে লাগলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার ত হেসেই কুট্‌পাট্‌; বল্লেন—"ভারী ফন্দী ঠাউরেছেন বটে! এমনটি দিনকতক চল্লে, বস্তা করে আমাদের পয়সা রাখতে হবে।"

* * *

একদিন একজন বুড়ো লোক দুহাঁড়ি নাটোরের কাঁচাগোল্লা, একখানি ভাল কাপড় ও একখানি ভাল চাদর, দুটো লোকের মাথায় দিয়ে নিয়ে এল। তারবাবুকে বল্লে—"বাবু, আমি বড়ই বিপদে পড়েছি। আজ জামাইষষ্ঠী—অথচ জামাইকে তত্ত্ব করা হয় নাই। মেয়ের আমার এই বছরই বিয়ে হয়েছে, —একটু ভাল ঘরেই দেওয়া গেছে। এই প্রথমবারেই যদি তত্ত্ব-তল্লাসী না করা হয়, তা'হলে আমার জাত মান কিছুই

থাক্‌বে না। এখান থেকে আমার জামাই বাড়ী একদিনেরও বেশী রাস্তা ;—লোক পাঠা'লেও তারা গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না। তারে ত আপনারা খবর পাঠিয়ে দেন—খবর নিয়ে আসেন, আমার এটা পাঠিয়ে দেবার কিছু বিহিত কর্‌তে পারেন না ?"

ষ্টেশন-মাষ্টার ও তারবাবু দু'জনেই কথাটা শুন্‌লেন। একটু মৌন থেকে, তারবাবু বল্লেন—"হাঁ, জিনিষগুলো পাঠান যেতে পারে বটে—তবে একটু বেশী চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

বৃদ্ধ অকুল সাগরে ভাস্‌ছিল। কথাটা শুনে যেন কুল পেলে। বল্লে—"বাঁচলুম বাবু, আমার মান রক্ষা হবার পথ হলো। এই নিন্‌ পাঁচ টাকা মাশুল। আর আপনি যে এতটা কষ্ট করবেন, তার জন্য এক টাকা আমি আপনাকে পান খেতে দিচ্ছি। দেখ্‌বেন বাবু—যেন জিনিষগুলি সন্ধ্যার আগে পৌঁছায়। আমি মেয়েটাকে দেখবার জন্য একটা লোক সেখানে পাঠাচ্ছি—সে না হয় কাল গিয়ে পৌঁছুবে।"

তারবাবু তাকে আশ্বাস দিয়ে সন্দেশ আর কাপড় রাখলেন, লোকটি চলে গেল। ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"তার বাবু, এই কাজটা ভাল হ'ল না। ঐ বুড়ো যখন লোক পাঠাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই খবর পাবে, যে সন্দেশ কাপড় সেখানে গিয়ে পৌঁছায় নাই। বুড়ো নিশ্চয়ই এসে, জিনিষগুলো না পাবার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বে—তখন আমরা কি বল্‌বো ?"

তারবাবু হেসে বল্লেন,—"আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। তাকে বোঝাবার ভার আমার রইল। এখন কাঁচাগোল্লা

গুলো—তার মেয়ে-জামায়ের নাম করে খাওয়া যাক্ ত! ও বুড়ো বেটা আস্ত গরু—নাহলে কি টেলিগ্রাফে সন্দেশ কাপড় পাঠাতে চায়। সুবিধা যখন পাওয়া গেছে, তখন ছাড়া উচিত নয়।”

ষ্টেশন-মাষ্টার তারবাবুর বুদ্ধির পরিচয় আগেই পেয়েছিলেন, কাজেই তাঁর কথায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রইলেন।

* * *

পাঁচ ছয় দিন পরে বুড়ো এসে হাজির। জিজ্ঞাসা কল্লে —“বাবু, আমার জিনিষগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কি? কাল আমার লোক ফিরে এসেছে, সে বল্লে,—জিনিষপত্তর কিছুই পাওয়া যায় নাই। আমার মান, ইজ্জত, সব গেছে! বেহাই, বেয়ান, আমার লোকটাকে বড় ভারী ভারী কথা শুনিয়ে দিয়েছে। মেয়েকেও অনেক কথা শুনিয়েছে বলে— মেয়ে ভারী কেঁদেছে। কেন বাবু, আমার জিনিষটা গিয়ে সেখানে পৌঁছুলো না?—”

তারবাবু দুঃখিতভাবে বল্লেন—“সে দুঃখের কথা আর বল্‌ব কি? তুমি আমাকে একটা টাকা পান খেতে দিয়ে গিয়েছিলে—আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করেছিলুম? যেই সুবিধে পেলুম, অমনি জিনিষগুলোকে ভাল করে এক জায়গায় বেঁধে তারে ছেড়ে দিলুম, সেটা বোঁ বোঁ শব্দে ছুট্‌তে লাগলো। কিন্তু ওধারের ষ্টেশনের বোকা তারবাবুটা, আমাদের বড়সাহেবের একটা মোটা লাঠি সেই সময় ছেড়ে দিলে। সাহেব লাঠিটা ফেলে

গেছ্‌লেন—তাঁর কাছে সেটা শিগ্‌গির পোঁছান চাই। সাহেবের ঠেলায়, তোমার জিনিষটা যে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, তা সে ভুলে গিছ্‌লো। শেষকালে যা হবার তাই হলো। পথের মাঝ-খানে, হাঁড়ীতে আর লাঠিতে খুব জোরে ঠোকাঠুকি লাগ্‌লো। লাঠিটা শক্ত—সেটার কিছু হলো না, কিন্তু তোমার মাটীর হাঁড়ি—লাঠির চোটে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সন্দেশ, কাপড়, মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। সন্দেশগুলো ত মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গিছ্‌লো। আমি লোক পাঠিয়ে, কাপড় ও চাদর আনিয়ে রেখেছি, তুমি নিয়ে যেতে পার।"

এই বলে, দেরাজ থেকে একটু মাটিমাখা কাপড় ও চাদর বার করে, বুড়োর হাতে দিলেন।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আপনার দোষ কিছু নাই বাবু, যত কিছু আমার অদৃষ্টের দোষ! আমার বরাত খারাপ না হলে, কি ওখানকার তারবাবু, ভুল করে, লাঠিটা সেই সময় ছেড়ে দেয়?"

এই বলে ষ্টেশন-মাষ্টার ও তারবাবুকে প্রণাম করে, বৃদ্ধ দুঃখিত মনে চলে গেল।

ষ্টেশন-মাষ্টার তারবাবুর বুদ্ধি দেখে অবাক্!

মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।

হর্ষনাথবাবু—বড়সাহেবের বড়বাবু ছিলেন। তাঁর চাল্ চলন সব সাহেবী কায়দার। হর্ষনাথবাবু আপিসে থাকিলে, চুণো-পুঁটি কেরাণীর দল সব চুপ চাপ, কাহারও ট্যাঁ ফোঁ করিবার ক্ষমতা হইত না। বিনাহুকুমে আফিসের ভিতর যায় কার সাধ্য? তা, কি সাহেব—কি বাঙ্গালী! হর্ষনাথবাবু বড়সাহেবের ডানহাত—বাঁহাত—কাজেই তাঁহাকে ভয় করে না, এমন লোক নাই বলিলেই চলে।

খুব বেশী জরুরী চিঠি ছাড়া, আর সব চিঠিপত্র হর্ষনাথ বাবু সহি করিয়া থাকেন। অবশ্য বড়সাহেবের প্রতিনিধি স্বরূপ সহি কর্‌বার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

একদিন বড়সাহেব লাইনে বাহির হইয়া গিয়াছেন। বড়বাবু চিঠিপত্র সহি করিতেছেন, এমন সময় একজন কেরাণীবাবু আসিয়া বলিলেন "দেখুন, এ চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিতে সাহেবের ভুল হয়ে গেছে; আপনি এটা সহি করে দিতে পারেন না?"

বড়বাবু চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলেন—সাহেবের হুকুম মত একজন ফিরিঙ্গী গার্ডকে ৫৲ পাঁচ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে—ছুটী, জরিমানা, বদলি ও নিয়োগের চিঠি, বড়সাহেবই সহি

করিয়া থাকেন ; বড়বাবু এ পর্য্যন্ত এরূপ চিঠি কখনও সহি করেন নাই—তাই কেরাণী বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বড়বাবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "এ আর তেমন কি চিঠি যে আমি সহি কর্‌তে পারব না।" এই বলিয়া সে চিঠি খানা সই করিয়া দিলেন। ভূল হওয়ার জন্য কেরাণী-বাবুকে একটু তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না।

* * *

তার পরদিন সকালে চিঠি খানা পাইয়া গার্ড সাহেব ত একেবারে খাপ্পা। একে জরিমানার চিঠি, তা'তে কালা-বাঙ্গালীর সই। গার্ড সাহেবের রংটা খুব ফেঁকাসে না হইলেও, একটু সাদা ছিল; কাজেই তিনি কালা আদমী একবারেই দেখিতে পারিতেন না। জরিমানা হওয়ায় গার্ড সাহেব রাগে অন্ধকার দেখিতেছিলেন—তা'তে বড় সাহেবের সহি না দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, জরিমানাটা বড় বাবুরই কাজ ; বড় সাহেবকে না জানাইয়া চুপে চুপে করা হইয়াছে। এই কালা বাঙ্গালীটা, ভারী—তুখড়,—ভারী পাজী।

চিঠি খানা লইয়া গার্ড সাহেব ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গেলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার ইংরাজ, বহুদিন ধরিয়া রেলে কাজ করিতেছেন।

গার্ডসাহেব বলিলেন—"দেখুন দেখি মশায়, একটা কালা বাঙ্গালীর আস্পর্দ্ধা! বড় সাহেবকে না জানিয়ে, আমাকে পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয়েছে! এ রকম চিঠি সই করবার, সে

বেটা কে ? এর একটা হেস্তনেস্ত না করে, আমি কিছুতেই ছাড়্‌ছি না !”

আরও দুই চারি জন গার্ডসাহেব সেই ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিসে ছিলেন। তাঁরা বলিলেন—“বড় বাবু হলে কি হয় ?— আমাদের নামের একটা সামান্য চিঠিও সে সই করে কিসে ? আমরা য়ূরোপীয়ান্—আমাদের চিঠি নেটিভে সই কর্ব্বে ? এর একটা প্রতীকার আমাদের শীঘ্রই কর্‌তে হচ্ছে—না হলে মান ইজ্জত কিছুই থাকে না।”

তারপর যুক্তি পরামর্শ করিয়া, কালা বাঙ্গালীর দর্প চূর্ণ করিবার জন্য একটা লম্বা দরখাস্ত লেখা হইল। ষ্টেশনের যত ফিরিঙ্গীর দল সবাই সহি করিলেন।

ষ্টেশন-মাষ্টারের পরামর্শ মত একখানা আলাদা দরখাস্তে, গার্ডসাহেব জরিমানার বিষয়ে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলেন ; আর তিনি য়ূরোপীয়ান বলিয়া, চিঠিতে বাঙ্গালীর সহি থাকায়, অপমানিত বোধ করিয়াছেন, একথাও বিশেষ করিয়া জানাইলেন।

দুইখানি দরখাস্ত একদিনেই বড় সাহেবকে পাঠান হইল।

* * *

দুই তিন দিন পরে বড় সাহেব আফিসে ফিরিয়া আসিলেন। দরখাস্ত দুই খানা দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে পারিলেন না। বড় বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বড় বাবু আসিলে বলিলেন “ব্যাপার কি, গাঙ্গুলী ?”

হর্ষনাথ বাবু বলিলেন "ব্যাপার আর কিছু নয়। এ চিঠিখানা আপনার ডাকে পাঠাতে ভুল হ'য়ে গেছল। চিঠিখানা তেমন কিছু জরুরী না দেখে, আমিই সই করে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। আপনি তাকে জরিমানা করেছেন, আমি আপনার বকলম (for) দিয়ে সহি করেছি মাত্র। এই আমার অপরাধ!"

সাহেব ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি এখন যান্। পরে আমি হুকুম দেব।"

* * *

পরদিন সকালে সেই গার্ডসাহেবের নামে চিঠি আসিল। চিঠিখানা—আগেকার চিঠিখানার হুবহু নকল। প্রভেদের মধ্যে এই যে—চিঠিখানা গোটা গোটা অক্ষরে বড় সাহেবের হাতে লেখা, কিন্তু সহিটা সেই বড়বাবুর-ই! কেরাণীবাবুদের মত সহিটার নীচে, বড়সাহেব তাঁর নামের অক্ষর গুলি (Initial) লিখিয়া দিয়াছেন মাত্র।

গার্ডসাহেবের ত চক্ষু স্থির! অন্যান্য সাহেবেরাও মুখ ব্যাদান করিলেন।

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন "কাল সন্ধ্যার পর, বড়সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বল্লেন "তুমি দরখাস্তকারী মূর্খ গার্ডগুলোকে বলো যে, চিঠিগুলো আমার কাছ থেকেই আসে। হেডক্লার্ক বাবু কিছু হুকুম জারি করেন না! বাঙ্গালী দি'কেই নিয়ে আমার অফিস চল্‌ছে, কাজেই তা'

দিকে আমি ছাড়তে পারি না। যদি কালা-আদমির ওপর এত ঘৃণা থাকে, তা'হলে তা'দিকে বলো—ইচ্ছে হ'লে তারা চলে যেতে পারে, তা'তে রেলের কিছু ক্ষতি হবে না।" এখন তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করতে পারো। কিন্তু আমার মতে, বড় সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন, একথা নিয়ে আর আন্দোলন করা উচিত নয়।"

ফিরিঙ্গী গার্ডসাহেবেরা চেঁচামেচি করিয়া বলিলেন—"ও বড় সাহেব কখনও আমাদের মত খাসবিলাতী নয়। ও বেটা স্বজাতিদ্রোহী, তা না হলে বাঙ্গালীর এত খোসামুদে হয়? নিজে চিঠিখানা লিখে—বাঙ্গালীর দস্তখত করিয়ে, আমাদিগকে বেশী অপমান করবার জন্য পাঠিয়ে দেয়? আমরা এ কথাটা উপরে জানাব, দেখি এর প্রতীকার হয় কি না?"

এরপর সাহেবের দল কি করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; তবে হর্ষনাথ বাবু, এখন হইতে সব চিঠিই সহি করিতেন এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

রুইমাছের মাথা।

রেলষ্টেশনে অনেক লোকের আড্ডা। রেলের কি মোহিনী মায়া আছে জানি না, তবে ষ্টেশন-মাষ্টার একটু ভদ্র ও সামাজিক হইলে, অনেক ভদ্রলোকই ষ্টেশনে আপনাদের অবসর কাটাইতে ভালবাসেন। মফঃস্বলের জেলা ও মহকুমার উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবহারিকের দল, সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনের দিকে হাওয়া খাইতে আসেন—পান তামাক খান্—গল্প গুজব করেন—আর কখনও বা তাস পাশা পিটিয়া একটু রাত্রি হইলে বাড়ী ফিরিয়া যান। ইহাতে ষ্টেশন-মাষ্টারের লাভ এই যে, সারাদিন খাটুনির পর আর তাঁহাকে পরের বাড়ী বাড়ী মেলামেশা করিতে যাইতে হয় না; একই জায়গায় বসিয়া সকলের সহবাস সুখ লাভ করিতে পারেন।

উকীল রমেশ বাবুর বাসা ষ্টেশনের খুব কাছেই। তিনি ষ্টেশনের একজন প্রধান আড্ডাধারী। আজ তাঁর বাসায় সান্ধ্য-ভোজন হইবে। সন্ধ্যা ৫টার গাড়ীতে একটি বৃহৎ রোহিত মৎস্য আসিবার কথা; তিনি তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ নিমন্ত্রণে কেবল রেলের বাবুরাই আহুত হইয়াছিলেন।

৫টার গাড়ী আসিলে কয়েক ঝুড়ি মাছ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নামিল। উকীল বাবুর মাছ আসিল না। তিনি বিব্রত হইয়া

পড়িলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিলেন "মাষ্টার, এ ট্রেণে আমার মাছ না আসার কারণত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। নগেন বাবু চিঠি দিয়েছিলেন—এ ট্রেণে মাছ নিশ্চয়ই আস্‌বে। সেই ভরসাতেই আমি আপনাদি'কে নিমন্ত্রণ করেছি। এখন মাছ না এলে আমি যে কি কর্ব্ব, তা বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন—"মাছটা না আসা একটু ভাবনার কথা বটে—তবে আমার বোধ হয়, ট্রেণ ছাড়বার পূর্ব্বে মাছটা ষ্টেশনে এনে পৌঁছে দিতে পারে নাই ; তাই এ গাড়ীতে এল না। ৭টা ৫ মিনিটের ট্রেণে নিশ্চয়ই এসে পৌঁছুবে। এ ট্রেণে এলে একটু স্থবিধা হতো বটে—না হয়, আহারাদি একটু রাত্রিতেই হবে।"

একটু চিন্তিত হ'য়ে উকীল বাবু বলিলেন—"না মশায়, রাত্রি অনেক হ'য়ে যাবে। মাছটা এলে তবেত রান্না আরম্ভ হবে। মাংসের ব্যবস্থা হয় নাই—মাছ দিয়েই সব হবে। কাজেই খাওয়া দাওয়া একটার কম হবে না। আর যদি মাছ নাই আসে—সেই ভাবনাই আমি আরও ভাব্‌ছি। সকালবেলা হলে, আপনাকে বল্লে, অন্ততঃ ছোট মাছও দু চারটে পেতে পারতুম। এখন যে তারও জো নাই।"

ষ্টেশন মাষ্টার। হাঁ, সকালবেলা হ'লে ত কথাই ছিল না। আমরা মেছোদের কাছ থেকে ঝুড়ি পেছু যে একটা করে মাছ পেয়ে থাকি, তাই আদায় করে আপনাকে দিলে, আপনার কাজ বেশ চলে যেত—একটাও পয়সা খরচ হ'ত না।

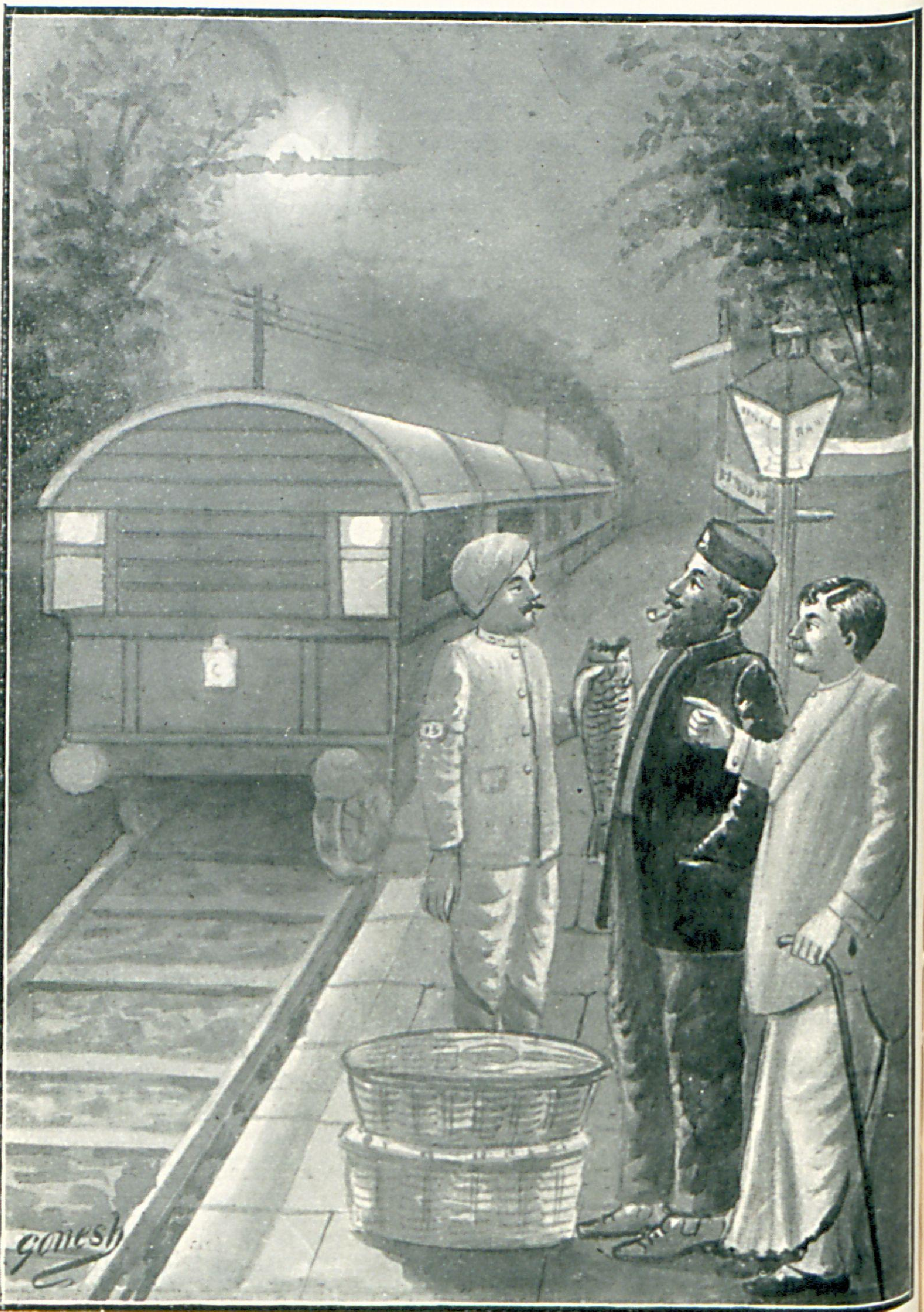

এঁ্যা, এই রুই মাছটার মাথা গেল কোথা ?

তা, আপনি যে খাওয়াবেন সে কথাওত আমাকে কিছু বলেন নি। আমার কি দোষ বলুন ?

রমেশ বাবু। আপনাকে কি দোষ দিচ্ছি ? তা—নয়। তবে কি জানেন—আপনার কাছ থেকে বিনি পয়সায় মাছ নিয়ে আপনাদি'কে খাওয়ান কেমন কেমন দেখায়, তাই আপনাকে অনুরোধ করি নাই। আপনি ত প্রায়ই মাছ আমার বাসায় পাঠিয়ে দেন, আমি কি তা কখনও ফিরিয়ে দিয়েছি? আপনারা আছেন বলেই ত শাকটা, পানটা, মাছটা এক-রকম না কিনেই আমার চলে যায়। এবারকার কথা হচ্ছে স্বতন্ত্র!

ষ্টেশন-মাষ্টার। যাক্—ভেবে চিন্তে আর কি হবে বলুন। আমাদের বরাতে থাক্‌লে মাছ নিশ্চয়ই এসে পড়্‌বে।

উকীলবাবু একটু আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু ভাবনাটা একেবারে গেলনা। তিনি পান ও তামাক মুহুর্মুহু চালাইতে লাগিলেন।

৭ টা ৫ মিনিটের ট্রে্ণ আধ ঘণ্টা দেরীতে আসিল। ট্রে্ণের বিলম্ব দেখিয়া, উকীলবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। গাড়ী আসিলে, মাছ আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য, গার্ডের গাড়ীর দিকে গেলেন। সেই ট্রে্ণ হইতে একটী বড় রকমের রুইমাছ নামিয়াছিল, কিন্তু তাহার মাথা ছিলনা। লেবেল মিলাইয়া দেখা গেল—সেইটাই উকীল বাবুর।

উকীলবাবু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"একি, মাছটার মাথা গেল কোথা ?"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন—"তাইত ! গার্ডকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

গার্ড বলিল, সে যেরূপ পাইয়াছে সেইরূপই আনিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টারের সন্দেহ থাকিলে, তিনি Received without head—"মস্তকহীন মৎস্য" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়া দিতে পারেন।

ষ্টেশন-মাষ্টার অগত্যা তাহাই করিলেন।

মাছের বিশেষ দরকার ছিল বলিয়াই, উকীলবাবু মাছটা ডেলিভারী লইতে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু মাষ্টারকে বলিলেন—"দেখুন, মাছটার মাথা কেটে সেখান থেকে যে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মাছটা এখনও বেশ টাট্‌কা আছে—তার মাথাশুদ্ধ পাঠিয়ে দিলে কখনই খারাপ হয়ে যেত না। এ নিশ্চয়ই আপনাদের রেল বাবুদের কাজ। মুড়োটা খাবে বলে, চালাকী করে, ৫টার ট্রেণে না পাঠিয়ে, এই সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমিও উকীল—সহজে ছাড়্‌ছিনে। যিনি খেয়েছেন—তাঁর বদহজম করিয়ে ছাড়বই ছাড়ব। আপনি এক কাজ করুন। মাছটা আস্ত বুক হয়েছিল কি না, আর এমনটি সেখান থেকে পাঠিয়েছিল কি না—তারে তার খবরটা নেন্। পাকাপাকি জেনে দরখাস্তটা কর্‌লে, তবে রেলের লোকের শিক্ষা হবে।"

মাষ্টার-মশায় আর কি বলিবেন ?—তিনি তখনই তার

পাঠাইলেন; রাত্রি দশটার মধ্যেই খবর আসিল "(Fish Correctly sent Complete) অর্থাৎ গোটা মাছই পাঠান হইয়াছে।"

আহারাদির সময়—রেলে যে এমন দিনে-ডাকাতি হতে পারে—এই নিয়ে, গরম হয়ে, উকীল বাবু অনেক কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িলেন না। মাছটার মাথা ছিল না বলিয়া, মুড়িঘণ্ট ইত্যাদি খাবার জুত্ হইল না। অনেক গুলো অপ্রিয় কথাও মাষ্টার মহাশয় ও আর আর রেলবাবুদিগকে শুনিতে হইল। মোটকথা, খাওয়াটা কাহারও সুখের হইল না।

* * *

একদিন পরে উকীল বাবু রেল কর্ত্তৃপক্ষকে এই নিয়া একটা দরখাস্ত করিলেন। এমন দিনে-ডাকাতি যে ইংরাজ চালিত রেলে সম্ভব হইয়াছে—ইহা বলিয়া মহা আক্ষেপ করিতেও ছাড়িলেন না। দরখাস্তটিতে, রোহিত মৎস্যের মাথাটাই যে ফস্‌ফোরাসে ভরা ও বিশেষ মূল্যবান, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল।

কিছুদিন পরে রেলের ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব তদন্তে আসিলেন। মাছটার সংক্রান্তে কাগজপত্র সব আসিল। উকীল বাবু, আপনার বক্তব্য উকীলি বুদ্ধিতে ও উকীলি ভাষায় বলিলেন।

অনেক কথাই হইল। শেষে ইনস্‌পেক্টার বলিলেন—"দেখুন উকীল বাবু, আপনার মাছটার মাথা খোওয়া গেছে বলে আমি যে বিশেষ দুঃখিত হয়েছি তার কোন সন্দেহ নাই। তবে তর্কের খাতিরে বল্‌তে হয় যে, রেল কোম্পানী আপনাকে ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য নয়। মাছটা—মাছ বলেই বুক্ হয়েছিল।

তার মুড়ো ছিল কিন্তু ল্যাজ ছিল না—কিম্বা, ল্যাজ ছিল কিন্তু মুড়ো ছিল না—এটা বিশদভাবে বুঝতে পারা যায় না। আপনি একটা মাছ পাবেন বইত নয়?—তা'তো পেয়েছেনই।”

উকীলবাবু কথাটা শুনিয়া, অবাক্ হইয়া ইনস্‌পেক্টার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের বুদ্ধি—উকীল বাবুর অপেক্ষাও সেরা।

* * *

দুই তিন দিন পরে D. T. S. আফিস হইতে চিঠি আসিল। উকীল বাবু, ফলটা কি হ'য়েছে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চিঠিটা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখলেন—ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের পরিপক্ক বুদ্ধিটাই চিঠিতে স্থান পাইয়াছে। বড়সাহেব ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার হন নাই—তবে এ গোলমালটা হবার জন্য ভারী হা হুতাশ করিয়াছেন মাত্র। আর লিখিয়াছেন “ভবিষ্যতে যা'তে এরূপ গোলমাল না হয়, তার জন্য তিনি ইনস্‌পেক্টার সাহেবের পরামর্শমত, রেলকর্ম্মচারী-দিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর যে কোন মাছ ঝুড়ির ভিতর না দিয়া আলাহিদা ভাবে বুক হইবে, তাহা সম্পূর্ণ গোটা কি না, চালানে ভাল করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

এখন এইভাবেই কাজ চলিয়া আসিতেছে—যথা “One fish complete—একটী সম্পূর্ণ মৎস্য!”

চার পায়া, না চার পেয়ে ?

ষ্টেশনে গাড়ী এসে পড়েছে। সে দিন তেম্‌নি ভিড়—টিকিটের জানালার কাছে লোক ঠেসাঠেসি ; খালি—‘টিকিট দাও,’ ‘টিকিট দাও’ শব্দ। তারাপদ ভায়া, এই সবে পাশ করে, টিকিট বাবু হ’য়ে এসেছে। সে, দু দশটা প্যাসেঞ্জার হ’লেই, হাঁফিয়ে যায়—তা’তে এমন ভিড়, তা’র যে কি অবস্থা হচ্ছে, তা আপনারা বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন। এই গাড়ীখানা প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়ায় বলেই, কোনরকমে সে টিকিট দেওয়া সেরে নিতে পাল্লে। পকেট থেকে রুমাল খানা নিয়ে মুখটা, কাণটা, দাড়িটা বেশ ক’রে মুছে ফেল্লে। তারপর ঝুপ করে চেয়ারটার উপরে বসে পড়ল। ভাবলে—“যাহো’ক, বাবা, নিশ্চিন্দি হওয়া গেল ; এখন ক্যাসটা মিল্‌লেই বাঁচি।”

এমন সময়, একটা মেড়ো ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লে, বাবু, “আমার একটা চারপায়া আছে বুক্‌ করে দিন্—এটা এ ট্রেণে পাঠাতেই হবে।”

এমন সময় পয়লা ঘণ্টা পড়্‌ল।

তারাপদ বল্লে—“পয়লা ঘণ্টা হ’য়ে গেল—আর কিছু বুক্‌ করা হবে না—সময় নাই।”

মেড়ো বেটা দুগণ্ডা পয়সা ঘুষ দিতে স্বীকার কর্‌লে—তবু তারাপদ গর্‌রাজী। শেষে চার্ গণ্ডা পয়সাতেই রফা হ’লো।

কত মাইল যাবে—কত ভাড়া—এ সব ঠিক্ করে নিয়ে, তারাপদ ভায়া রসিদ লিখতে আরম্ভ কর্‌লে। এটা—সেটা লিখে, যখন জিনিষটার নাম লিখ্‌তে যাচ্ছে, তখন সে থম্‌কে দাঁড়াল—ইংরাজীতে, এ জিনিষটার নাম কি লিখ্‌বে ?

আকাশপাতাল ভাবতে লাগ্‌লো—চারপায়ার ইংরাজী খুঁজে পায় না। এ দিকে সময় যাচ্ছে—দোসরা ঘণ্টা হয় হয়, —ষ্টেশন-মাষ্টার বাইরে গেছেন—কাকেই বা জিজ্ঞাসা করে—তার এক বিষম মুস্কিল হ'ল।

চারপায়াটা ত লেবেল মেরে, গার্ডের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে—চালানটা না হয় পরে দেবে।

তারপর মনে পড়ে গেল—চারাপায়া ত চতুষ্পদ ; তবে ত তার ইংরাজী হবে—Quadruped

আর কথাটি না কয়ে, সে চালানটা ঘ্যাঁচ্ করে লিখে ফেল্লে। গাড়ীও ছেড়ে দিয়েছিল—সে দৌড়েগিয়ে, চালানটা গার্ডের হাতে দিয়ে এল।

সন্ধ্যার সময় তারবাবু একটা টেলিগ্রাম লিখে ষ্টেশন মাষ্টারের হাতে দিল। তারটায় খবর এসেছে যে, ঐ ষ্টেশন থেকে বুক করা একটা Quadruped পাওয়া যাচ্ছে না—তার বদলে একটা চার পায়া (Charpoy) পাওয়া গেছে।

ষ্টেশন-মাষ্টার ত মাথা মুণ্ড কিছু না বুঝতে পেরে, গদাই চাপরাশীকে দিয়ে টিকিট বাবুকে ডাক্‌তে পাঠালেন্।

তারাপদ ভায়া এসে হাজির। টেলিগ্রামটা অনেকক্ষণ ধরে

পড়ে বল্লে—"Quadruped টা পায়নাই কি রকম? আমি বেশকরে লেবেল মেরে, গার্ডের গাড়ীতে তুলে দিয়েছি—সই নিয়েছি—আর বল্লে কিনা, জিনিষটা পাওয়া গেল না?—"

ষ্টেশন-মাষ্টার অবাক হ'য়ে তার কথা শুন্‌ছিলেন্। বল্লেন—"Quadruped Quadruped কর্‌ছ—Quadruped জিনিষটা কি হে?"

তারাপদ বল্লে—"এটা মশায়, আপনি বুঝ্‌তে পাল্লেন না? সেটা হচ্ছে—একটা খাট—নেয়ার দিয়ে ছাওয়া—মেড়োরা যাকে চারপায়া বলে। এর নাম যখন চারপায়া, তখন আমি তাকে Quadruped বলেই বুক্ করে দিয়েছি—এতে আমার ভুল হয়েছে কি?"

ষ্টেশন-মাষ্টার হেসে বল্লেন—"রামচন্দ্র"। তারপর নিজেই তারের জবাব দিলেন—Charpoy টাই সেখান থেকে বুক হয়েছিল। Quadruped ভুলে লেখা হয়েছে।

এতেও তারাপদ বুঝ্‌তে পাল্লে না—তার ইংরেজীটে কি দোষের হ'য়েছিল!

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

বিনোদ মণ্ডল জাতিতে আগুরি অর্থাৎ উগ্র ক্ষত্রিয়। উপাধিটি শুনিলেই স্বতঃই মনে হয়, এই জাতিকে "উগ্র" নামক বিশেষণে ভূষিত করিবার কোন একটি নিগূঢ় কারণ আছে। আমরা জাতিতত্ত্বের খবর রাখি না, তবে কল্পনায় এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইঁহাদের প্রকৃতিগত ঔদ্ধত্যই এই বিশেষ আখ্যা পাইবার একমাত্র কারণ। সামরিক হিসাবে যত হউক না হউক, রাগের বেলায় ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অন্যান্য ক্ষত্রিয় জাতিদিগকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতিবেশীদিগের সহিত নিত্য কলহ করিতেন বলিয়া, অনান্য ক্ষত্রিয় জাতি জোট বাঁধিয়া, এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে আপনাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার বাসনা করেন। বঙ্গদেশে পাঠানই সাব্যস্ত হয়, কারণ বাঙ্গালার কলাইয়ের দাল ও শীতল জলবায়ুর গুণে, ইঁহাদের উগ্র মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। ইহার জন্যই বোধ হয় আমরা এই "ক্ষত্রিয় জাতিকে" আত্মীয় স্বজন বিরহিত হইয়া এই বঙ্গদেশে বাস করিতে দেখিয়া আসিতেছি।

বিনোদ মণ্ডলের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহাই করুন না কেন, তাহার বাপ ঠাকুরদাদা কিম্বা প্রপিতামহ কখনও যে তলোয়ার না ধরিয়া, লাঙ্গল-ফলকের তাড়নায় জমি চষিয়া খাইত, এ কথা আমরা ইতিহাস না জানিয়াও বেশ বলিতে পারি। হাঁটুর উপরে

কাপড় পরিয়া, গামছা কাঁধে লইয়া, লাঙ্গলের বোঁটা ধরিয়া গরু তাড়াইতে তাড়াইতে, যে তাহাদের সহিত নানারূপ সুমধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিত, তাহাও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। দুইটা গরুর মধ্যে সর্ব্বদা থাকিয়া থাকিয়া, তাহাদের বুদ্ধি তত প্রশংসনীয় ছিলনা। তবে মা ধরিত্রীর কৃপায় ও তাহাদের স্বাভাবিক অধ্যবসায়ের গুণে, ক্ষেত্রগুলি রত্ন প্রসব করিত। অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন, তাহাদের উদ্বৃত্তের মাত্রা বাড়াইত বই কমাইত না। তাই বিনোদ মণ্ডলদের অবস্থা স্বচ্ছল—তাহারা ধনী বলিয়াও খ্যাত ছিল।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের অনুকরণে, গ্রামের মাইনর স্কুলে বিনোদকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে যাহা হইবার তাহা হইল। বিদ্যা বুদ্ধি যত হউক বা না হউক্, বিনোদ কৃষি কিম্বা সাংসারিক কর্ম্মে মোটেই হাত দিত না। টেরি কাটিয়া, কোঁচা দোলাইয়া, ভদ্রলোকদিগের মধ্যে শুদ্ধ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিনোদ আপনার ভদ্রতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত।

গোবরে শালুক ফোটার মত, বিনোদ আগুরি-কুল উজ্জ্বল করিয়াছিল। তাহার বুদ্ধি বড়ই প্রখর ছিল—সে শঠতায় কাহারও নিকট হারিবার পাত্র ছিল না।

এত বুদ্ধি থাকিলেও, বিনোদ মাইনর পাশ করিতে পারিল না। ঈর্ষাপূর্ণ ভদ্রলোকেরা বলিল—"চাষা ভূষার ছেলের আবার কখন লেখা পড়া হ'য়ে থাকে?" স্বজাতিরা বলিল—"বিনোদের

যে লেখা পড়া হইয়াছে তাহাই ঢের। তমসুক, পাট্টা কবুলতি যখন লিখিতে শিখিয়াছে, তখন আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইতে পারিবে। চাষা ভূষার ছেলের আর বেশী বিদ্যায় কাজ কি ?”

বিনোদ ঘরে থাকিয়াই চাষ বাস দেখিবে—জিনিষ, জমি বন্ধক রাখিয়া মহাজনী করিবে—আত্মীয় স্বজনেরা এরূপ মনে করিলেও, বিনোদ চাকরী করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। ছেলেবেলা হইতেই সে ভদ্রলোকের লিষ্টির মধ্যে নাম ঢুকাইতে চায়। এখন লেখা পড়া শিখিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, আপনাকে ভদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে কিরূপে ?

বাক্স হইতে কিছু টাকা ভাঙ্গিয়া লইয়া, একদিন রাত্রে বিনোদ বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। যেখানে রেলের বড় আফিস আছে—তাহা সে জানিত। টিকিট কাটিয়া, সে সেখানে রওনা হইল।

নূতন জায়গায় আসিলেও, বিনোদ রেলের লোকের সহিত অল্প সময়েই ভাবসাব্ করিয়া লইল। চাকরী কিছু খালি আছে কিনা, ও কেমন করিয়া যোগাড় করা যাইতে পারে, তাহাও জানিয়া লইতে, তাহার বেশী কিছু সময় লাগিল না।

বিনোদের বয়স ১৬।১৭ বৎসরের বেশী হইবে না। চেহারাটিও নেহাত মন্দ নয়। নানান্ অসুবিধার কথা বলিয়া কহিয়া সে রেলওয়ে মেসের ভিতর আপনার স্থান করিয়া লইল।

সেই সময় একটি টিকিট-কালেক্টারের চাকরী খালি ছিল, কিন্তু উমেদার অসংখ্য। সকলেই তাহাকে সেই চাকরীটি

যোগাড় করিবার জন্য উপদেশ দিল। কারণ, ঐ চাকরীটাতে মাহিনা ছাড়া তুপয়সা বেশ রোজগারের উপায় আছে।

যাঁর হাত দিয়া কার্য্যটি হইবে, সেই এস্‌ট্যাবলিস্‌মেণ্ট ক্লার্ক (Establishment clerk) বাবু, একটু বেশী মাত্রায় ঘুষ খাইয়া থাকেন, এ কথা সে রেল বাবুদের নিকট জানিতে পারিয়াছিল।

একখানি দরখাস্ত দিয়া, তার পরদিন প্রাতঃকালে, সে সেই বাবুটির বাসার দিকে চলিল।

বাসার দরজার গোড়া হইতে "বাবু বাসায় আছেন ?" বলিয়া তুই তিন বার ডাকিবার পর, একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল। বলিল—"বাবা বাড়ীতে নাই, কি জানি কোথায় গিয়াছেন।"

বিনোদ ছেলেটিকে কাছে ডাকিল। বলিল—"যাক্—তাঁকে আমার তত বিশেষ দরকার নাই। তোমাকেই সন্দেশ খেতে দিতে এসেছি। এই নাও—খোকা, পাঁচটাকা তোমার মাকে দাওগে যাও। দে'খ যেন ফেলে দিও না।"

এই বলিয়া টাকাগুলি খোকার পকেটে ফেলিয়া দিল। খোকা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলে পর, বিনোদ আস্তে আস্তে আপনাদের মেসের দিকে চলিয়া আসিল।

* * *

কেরাণীবাবু বাসায় আসিলে পর, গিন্নির নিকটে শুনিলেন—কে একজন তাঁহার ছেলেকে পাঁচটাকা দিয়া গিয়াছে—অথচ নাম টাম কিছুই বলিয়া যায় নাই। তিনি কিছু ভাবিত হইলেন।

গিন্নি বলিলেন—"ওগো, তুমি ভাবছ কেন? আমি কি লোকটাকে দেখ্‌তে ছেড়েছি। যে সব বাবুরা প্রায়ই আসে, জিনিষপত্র, টাকাকড়ি দিয়ে যায়—তাদের মধ্যে কেউ নয়। এ একটা ছোকরা, বয়স ১৬।১৭, গোঁফ টোফ কিছুই উঠে নাই।"

কেরাণীবাবু বুঝিতে পারিলেন—বিনোদই এই কার্য্য করিয়াছে। সেই ছেলেটাই টিকিট-কালেক্টারের কাজের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। আর আর যারা উমেদার—তাদের বয়স বেশী, গোঁফ্ টোফ্ উঠিয়াছে। একটু পরে বলিলেন:—

"দেখ, ছোঁড়াটা একটু বুদ্ধি খেলিয়ে গেছে। পাঁচটাকা আমি নেবোনা জেনে, সে খোকার হাতে টাকা দিয়ে গেছে। বলে গেছে—টাকাগুলো তার সন্দেশ খাবার জন্যে। মনে করেছে—এ কথা বল্লে, সে যে খোকাকে বড় ভাল বাসে, তাই আমি ধরে নেব—তার টাকাটা ফিরিয়ে দিতে না পেরে চাকরীটা তার করে দিতেই হবে। কিন্তু আমি সে বান্দা নই। এ কাজটার জন্য আমি ৫০৲ টাকা পাবার বেশ আশা করি—আর ইনি দিয়েছেন কিনা পাঁচ টাকা!"

গিন্নি কোন উত্তর দিলেন না।

সন্ধ্যার অনেক পরে বিনোদ পুনরায় কেরাণী বাবুর বাসায় গেল। এদিক ওদিক কেহ আছে কিনা দেখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"বাবু, বাড়ী আছেন?"

কথা শুনিয়াই কেরাণীবাবু ক্ষিপ্রপদে বাহিরে আসিলেন। তিনি যেন বিনোদেরই অপেক্ষা করিতে ছিলেন।

বিনোদ বলিল—"মশায়, চাকরীটে আমার হয় না? গরীবের যদি কিছু উপকার করেন—সেই জন্যই আজ সকাল বেলা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছিলাম। আপনি না থাকায়—দেখা হয় নাই।"

কেরাণী বাবু। ও—তুমিই বুঝি খোকাকে পাঁচ টাকা দিয়ে গেছ্‌লে? তা—ওকি, পাঁচ টাকার কর্ম্ম? খাসা চাক্‌রী—সাহেবদের মত সর্ব্বদা কোট পেণ্টুলেন্ প'রে থাকা। মাইনেও ১৫৲ টাকা, আর উপরি-আয়ের ত কথাই নাই। এমন কাজটি নিতে গেলে কি এত কমে সার্‌লে চলে? আমি পাঁচটাকা এনেছি—তুমি ফিরে নিয়ে যাও।

কেরাণীবাবু কিন্তু টাকা ফিরাইবার কোনই উদ্যোগ করিলেন না।

বিনোদ বলিল—"আজ্ঞে আমি গরীবের ছেলে—বেশী টাকা ঘর হইতে আনিতে পারি নাই। আপনি আমার চাকরী করিয়া দিন্, আপনি যাহা চান্—তাহা আমি মাহিনা হইতে দিতে পারিব।"

কেরাণীবাবু বলিলেন—"এরূপ ধারে কার্‌বার চ'লবে না। যদি তুমি নগদ ৫০৲ টাকা দিতে পার, তাহা হইলে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। এমন কাজের জন্য ৫০৲ টাকা দেবার লোক ঢের আছে।"

বিনোদ অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু কেরাণীবাবু কিছুতেই রাজী হইলেন না। আসিবার সময় কেরাণীবাবু

পাঁচ টাকা ফিরাইয়া দিতে গেলে, বিনোদ বলিল—আমি ও পাঁচ টাকা যখন আপনার ছেলেকে দিয়াছি, তখন ফিরিয়া নিতে চাই না।"

কেরাণীবাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন সকাল আটটার সময় বিনোদ বড়সাহেবের বাংলার ফটকের কাছে, একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা ৮৷৷০ টার সময় মেম্‌কে লইয়া, সাহেব হাওয়া খাইয়া ট্রলী (ঠেলা গাড়ী) করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিনোদ কাছে যাইয়া তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বলিলেন—"কি চাও বাবু?"

বিনোদের ইংরাজী বিদ্যা মাইনর্‌ পর্য্যন্ত। সে ইংরাজী বলিবে কি করিয়া? তবে শুনিয়াছিল সাহেব ও মেম দুজনেই বেশ বাঙ্গলা জানেন। তাই বাঙ্গলাতেই বলিল—"হুজুর, আমার মা বাপ নাই—আপনারাই আমার মা বাপ্‌। অল্প লেখাপড়া শিখিয়াছি, কোথাও চাকরী যুটিতেছে না। একটা টিকিট কালেক্টারের কাজ খালি আছে শুনে, দরখাস্ত করেছি। কিন্তু তাও যে আপনার নিকট পৌঁছায় তার আশা নাই। এস্‌ট্যাবলিস্‌মেণ্ট বাবু পাঁচ টাকা নিয়েছেন—কিন্তু এখন কাজও করে দিচ্ছেন না—টাকাও ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। আমাকে এবার না খেয়ে মর্‌তে হবে। হুজুর, আমি শুনেছি, আপনি বড় দয়ালু, আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতেই হবে।"

নেহাৎ বালক দেখিয়া, সাহেব বিনোদের কথা গুলি ধীর ভাবে

শুনিতেছিলেন। তাহার আবদারের সহিত কথা গুলি শুনিয়া, সাহেব ও মেমের তাহার প্রতি কেমন একটু দয়া হইল। সাহেব বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে আফিসে দেখা করিও। কাজ পাইবে, ভাবনা নাই।"

বিনোদ সেলাম করিয়া হাসিমুখে মেসে ফিরিয়া গেল।

বেলা দশটার সময় আফিসে আসিয়াই, সাহেব এস্‌ট্যাবলিস্‌মেণ্ট্‌ ক্লার্ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যে ছোকরা টিকিট কালেক্টারের কাজের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, তাহার দরখাস্ত খানি তাঁহাকে হাজির করিতে বলিলেন। কেরাণীবাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না—বিনোদই সেই ছোকরা।

দরখাস্তখানি ও বিনোদকে সঙ্গে লইয়া আসিলে, সাহেব কেরাণীবাবুকে বলিলেন—"আমি এই ছোকরাটিকে টিকিট কালেক্টারের কাজে নিযুক্ত করিলাম। ইহার বাহাল করা চিঠি আজই বাহির করিয়া দাও। আর তুমি যে পাঁচটাকা ইহার নিকট হইতে ঘুষ লইয়াছ, তাহা এখনই ফিরাইয়া দিবে। ফের যদি ঘুষ খাইয়াছ শুনিতে পাই, তা হ'লে তোমাকে ডিস্‌মিস করিব—মনে রাখিও।"

কেরাণীবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"হুজুর, টাকা আমার ছেলের হাতে দিয়াছিল। আমি ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও লয় নাই। আমার দোষ কি, হুজুর ?"

সাহেব বলিলেন—"আমাকে বোকা বুঝাইও না।

তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি জানিতে আমার বাকী নাই। বুড়া হইয়াছ—একটু সাবধানে কাজ করিও।”

কেরাণীবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিনোদের উপর খুবই আক্রোশ হইল, কিন্তু সাহেবের ভয়ে কিছুই করিতে পারিলেন না।

বিনোদ সাহেব ও মেমের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধিমান বিনোদ সুযোগ ছাড়িয়া দিবার ছেলে নয়। টপাটপ পরীক্ষাগুলা পাশ করিয়া এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার হইল। এ দিকে সাহেবও লম্বা ছুটী লইয়া বিলাত চলিয়া গেলেন।

কেরাণীবাবুর, বিনোদের উপর জাতক্রোধ ছিল। ঐ বড় সাহেব ছিলেন বলিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। এখন শোধ নিতে লাগিলেন। বিনোদ রিলিভিং লিষ্টে এখান, সেখান করিয়া বেড়ায়। দরখাস্ত করিয়াও কোন এক জায়গায় পাকা বাহাল হইতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যার সময় রেলওয়ে-মেসে চাকরী সম্বন্ধীয় নানা কথা হইতেছিল। এক জায়গার এসিষ্টাণ্টের পদ খানি হইয়াছিল। সে ষ্টেশনটিও ভাল—বেশ দু পয়সাও আছে। বিনোদও সে পদটার জন্য দরখাস্ত করিতে ছাড়ে নাই। কথায়—কথায় শুনিল—তাহাদেরই মধ্যে একজন বেশী টাকা ঘুষ দিয়া সেই কাজটা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয় তাহারই হইবে।

গতিক দেখিয়া, সময় সময় বিনোদেরও ঘুষ দিবার ইচ্ছা হইত। কি করিবে?—এমন করিয়া কতদিন কাটাইবে?

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইত—সে ঘুষ দিবে কাহাকে ?—সেই কেরাণী বাবুকে ?—রামচন্দ্র !

মেসের একজন বলিল—"বিনোদ ! বুড়ো মুখুয্যের সঙ্গে গোলমাল করে ভাল ক'রনি। দেখছ ত, কেমন টেরটা পাচ্ছ। গোলমাল না থাক্‌লে, কিছু ঘুষ টুস দিয়ে এতদিন অনায়াসে এক জায়গায় পাকা বাহাল হ'য়ে যেতে পার্‌তে। এমন কি—এই কাজটাও তোমার হ'য়ে যেতে পারত।"

সকলেই সেই কথায় সায় দিল।

বিনোদের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে চেঁচাইয়া বলিল—"ও বুড়ো বেটাকে ঘুষ টুস্‌ দেওয়া, কি খোসামুদি করা, আমা দিয়ে হবে না। আমি যদি বাপের বেটা হই—তা হলে, জোর করেই এ কাজটা আমি বুড়োর কাছ থেকে নেব। তোমরা পরে দেখ্‌তে পাবে।"

লোকেরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

পরদিন আফিসে যাইয়া বিনোদ কেরাণী বাবুকে বলিল—"দেখুন মুখুয্যে মশায় আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে—বড়ই জরুরী। আপনি যখন আফিস থেকে যাবেন, তখন কথাটা শুন্‌তে পাবেন।"

মুখুয্যে মশায় ত তখনই কথাটা শুনিবার জন্য অস্থির। বিনোদ কিন্তু কথাটা কিছুতেই তখন বলিল না।

আফিস ভাঙ্গিবার পর, যখন বুড়ো মুখুয্যে মশায় বাহিরে আসিলেন—তখন বিনোদ তাঁহাকে একটা নিরিবিলি জায়গায়

ডাকিয়া লইয়া গেল। বলিল—"আর কিছু কথা নয় মুখুয্যে মশায়। এই বলছিলুম কি—যে চাকরীটে খালি হয়েছে, সেটা আমার চাই-ই। যদি ভাল চান্—তবে গোলমালটি না করে কালই চিঠিখানা বার করে দেবেন। না হ'লে জান্‌বেন—আপনার বরাতে, বউ বেটা নিয়ে পুড়ে মরা আছে। আমি আগুরির ছেলে—তাতে ডাঙ্গপিটে। আমার অসাধ্য কিছুই নাই জান্‌বেন। যদি না আপনাকে সবশুদ্ধ পুড়িয়ে মারি—তা হলে জান্‌বেন আমি বাপের বেটা নই।"

এই বলিয়া বিনোদ সেখান হইতে চলিয়া গেল। মুখুয্যে মশায় তাহাকে কতই ডাকিলেন সে ভ্রুক্ষেপও করিল না।

পরদিন বৈকালবেলায় হাসিতে হাসিতে, চিঠি লইয়া বিনোদ সবাইকে দেখাইতে লাগিল। সকলেই বলিল—"তাই ত হে বিনোদ, কেমন করে এ কাজটা করলে বল দেখি?—"

বিনোদ যাহা করিয়াছিল তাহা বলিল। সকলেই স্বীকার করিল—বিনোদ একটী ছেলে বটে!

সেই অবধি মুখুয্যেমহাশয় বিনোদকে দেখিলে, ভয়ে আধখানা হইয়া যাইতেন। বিনোদও ভাল ষ্টেশন ছাড়া কখনও মন্দ ষ্টেশনে যায় নাই।

উল্টা বুঝলি রাম।

ট্রেন্‌স ক্লার্ক-যোগেশ বাবু একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে অনেক ক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া কচ্ছিলেন, কিন্তু তার মানেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আজ ৭।৮ বৎসর ধরে রেলে কাজ করে আস্‌ছেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত রকমের টেলিগ্রাম কখনও তাঁর হস্তগত হয় নাই। রেলের টেলিগ্রামগুলো একঘেয়ে রকমের, তা' বুঝে নিতে, বড় বিদ্যে বুদ্ধির দরকার হয় না। যে টেলিগ্রামটি তাঁর হাতে ছিল, তা'র কিছু বিশেষত্ব না থাক্‌লেও, ভিতরে একটু গোলমাল ছিল। টেলিগ্রামটি এই ঃ—

"Shooting camp of 5 5 the Moharaja of Cooch behar in wagon 4035 look out"

যোগেশ টেলিগ্রামটির ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু দুটো 5 দেবার কারণ কি, ও কি অর্থেই বা তা' দেওয়া হয়েছে, সেটি তাঁর বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছিল না। যোগেশবাবু একটু গম্ভীর স্বভাবের লোক; টেলিগ্রামটি যে বুঝ্‌তে পারেন নাই এ কথা সহজে প্রকাশ করবার পাত্র তিনি নন। বেশী সময় যাচ্ছে দেখে, তিনি আর চুপ করে থাক্‌তে পারলেন না। আফিসের আর আর লোক যারা ছিল, তা'দিকে ডেকে বল্লেন—"ওহে তোমরা এই টেলিগ্রামটা দেখ'ত, যদি কিছু মানে কর্ত্তে পার।"

যোগেশবাবু মানে কর্ত্তে পারেন নাই—এমন কি টেলিগ্রাম ? আফিসের লোকেরা ত টেলিগ্রামটির উপর ঝুঁকে পড়্‌লেন। তারপর পড়ে দেখে, সবাই সমস্বরে বল্লেন—"কি রকম ?"

যোগেশ বাবু হেসে বল্লেন—"ঐ দুটো 5 থেকেইত বিপদ ঘটিয়েছে—তা নইলে কি আমি টেলিগ্রামটার মানে বুঝতে পারি নাই ?"

অপরাপর অনেক জল্পনা কল্পনা করলেন, কিন্তু কিছুই মীমাংসা করতে পারলেন না। সবাই বল্লেন—"রাজা রাজড়ার কাণ্ড—এই দুটো 5 এর কোন গূঢ় মানে আছে। যোগেশ বাবু যখন এত দিনের লোক হয়ে নিজেই বুঝ্‌তে পারেন নাই, তখন আমরা মুখ্যু স্থখ্যু লোক হয়ে বুঝতে যে না পার্‌ব, তার আর আশ্চর্য্য কি ?"

যোগেশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে, টেলিগ্রামখানি নিয়ে তার-আফিসের দিকে গেলেন।

একটি দিব্যি ফুটফুটে, টেরি কাটা বাবু তার-আফিসে কাজ করছিল। বয়স মোটে ১৮।১৯ বৎসর। সাজ গোজ দস্তুরমত বাবু ধরণের।

যোগেশবাবু গিয়ে বল্লেন—"ওহে গিরিজা এই Message টা তুমি নিয়েছিলে নাকি ?"

গিরিজা টেলিগ্রাম খানি নিয়ে বল্লে—"হাঁ, এটাত আমিই নিয়েছিলুম। কেন, হয়েছে কি ?"

যোগেশবাবু বল্লেন—"তুমি এটা যেমন করে নিয়েছ তা'তে

মানে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এই ছুটো ৫ এখানে হবার অর্থ কি ?"

গিরিজা। তা' আমি কেমন করে ব'লব ? আমাকে যেমন দিয়েছে তেমনি আমি লিখেছি—মানে টানে হয় কিনা, সে খোঁজে আমার দরকার কি ? আপনি ত কখন তারে কাজ করেন নি—তা' হলে বুঝ্‌তেন—টেলিগ্রামগুলো নেওয়া কত কষ্টের। এই মাত্র একটা টেলিগ্রাম দিচ্ছিল, তারমধ্যে একটা কথা আছে "ডাউঘ্যাটার"। আমি কতবার Repeat নিলুম, সে খালি বলে "ডাউঘ্যাটার„ আমি বিরক্ত হয়ে কল ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম। দেখুন দেখি আমাদের কাজ করা কত হাঙ্গামের।

যোগেশবাবু নিজের টেলিগ্রামটির কথা ভুলে গেলেন। বিস্ময়ের সহিত বল্লেন—"ডাউঘ্যাটার" ?

গিরিজা। হাঁ, মশায়। Spelling দিচ্ছিল—"Daughter

যোগেশ বাবু বল্লেন—"গিরিজা নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তা না হলে সামান্য একটা ইংরাজী কথা "ডটার্" না বুঝতে পেরে—"ডাউঘ্যাটার"—"ডাউঘ্যাটার" ক'রচ ?

গিরিজার তখন চৈতন্য হ'ল। সে মাথা চুলকে বল্লে —"আজ মাথাটা বাস্তবিকই বড় খারাপ হ'য়ে গেছে যোগেশ বাবু। আজ এসে অবধি একবারও হাঁফ জিরুতে পারি নাই। দেন আপনার টেলিগ্রাম খানা একবার ভাল করে Repeat নিয়ে দেখি।"

যোগেশ। থাক্—থাক্, তোমাকে আর কষ্ট কর্‌তে হবে না। আসুন ইন্‌চার্জ বাবু—তিনি এলেই দেখা যাবে।

এই বলে যোগেশবাবু চলে গেলেন।”

ঘণ্টাখানেক পরেই, ইন্‌চার্জ বাবু ডিউটিতে এলেন। যোগেশ বাবু তাঁকে টেলিগ্রাম খানা দেখালে, তিনি বল্লেন—“আপনার গোলমাল বুঝি দুটো 5 নিয়ে ?—

যোগেশ বাবু ঘাড় নেড়ে তাই জানালেন। ইন্‌চার্জ্জ বাবু হেসে বল্লেন—“ব্যাপারটা একটু গুরুতর রকমেরই হ’য়েছে। আপনারা তারের সঙ্কেত জানেন না কাজেই বুঝে উঠ্‌তে পারেন নাই—কিন্তু বলিহারী বুদ্ধি আমার গিরিজা ভায়ার !”

সেই সময়ে তার-আফিসে অনেক লোক জমে ছিল। ব্যাপারটা কি হ’য়েছে তা জানবার জন্য, সকলেই উৎসুক হয়ে ইনচার্জ্জ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

ইনচার্জ্জ বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন—“গিরিজা ভায়া আমাদের আফিসের বড় বাবুর সম্বন্ধী না হলে, যে কি কর্‌তেন, তা উনিই জানেন। এই দুটো 5 না হয়ে হবে—“H” অর্থাৎ—“H.H. the Moharaja of Cooch behar সঙ্কেতে “H” আর 5 এর মধ্যে বড় কিছু তফাৎ নাই। গিরিজা ভায়া 5 লিখেই সেরে দিয়েছেন—মানে হ’লো আর না হলো।”

আফিস শুদ্ধ লোক হো হো করে হাস্‌তে লাগ্‌ল। “ডাউ ঘ্যাটার” কথাটাও জানতে ইনচার্জ্জ বাবুর বাকী থাক্‌ল না।

ষ্টেশনের নিকটেই একটা এণ্ট্রান্স স্কুল ও বোর্ডিং ছিল।

কি জানি কেমন করে তার-বাবুর ইংরাজী বিদ্যাটা ছেলেদের কাণে গিয়ে পৌঁছুল। তখনহতে পথে ঘাটে গিরিজাকে দেখ্‌তে পেলেই, একজন ছেলে চেঁচিয়ে ব'লত "ফাইভ্‌ ফাইভ্‌ দি মহারাজা অভ্‌ কুচবেহার! আর সবাই বলে উঠ্‌ত "হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে"।

গিরিজা টিক্‌তে না পেরে, বোনাই বড়বাবুকে বলে অন্য ষ্টেশনে বদলি হয়ে গেল।

চোরের গঙ্গাস্নান।

তখন পূজোর ছুটী হয়েছে। বিদেশে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা বাড়ী আস্‌ছেন। ট্রেণে খুব ভিড়। স্পেশাল্‌ ট্রেণও দিতে হচ্ছে। দারজিলিংএ তুটি বাবু কাজ করতেন, তাঁদি'কেও কল্‌কাতা আসতে হবে। তাঁরা তুজনে সহোদর ভাই। তাঁদের সঙ্গে আসবে—তুই ভাইয়ের পরিবার ও একটি ভাইপো। ভাইপোটি কলকাতায় বাপের নিকটেই থাকে ও পড়া শুনা করে, কিন্তু সম্প্রতি জ্বর ও পেটের অসুখ করায়, স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য দারজিলিং এ এসেছিল। অসুখ তেমন সারে নাই, কিন্তু ছুটী যখন এসে পড়্‌ল, তখন কলকাতায় ফিরে আসতেই হচ্ছে। একে ত রেলে পরিবার, লগেজ পত্র নিয়ে চলা মুস্কিল, তা'তে আবার যদি রুগী সঙ্গে থাকে, তা'হলেই ত সোনায় সোহাগা!

আরও বিপদ এই যে, দারজিলিং এ র ছোট গাড়ীতে মোটেই পাইখানার বন্দোবস্ত নাই। ট্রলি গাড়ী চার দিক্‌ খোলা। অন্য কোন রুগী হলে, তত ভাবনার কারণ নেই, কিন্তু এ যে উদরাময়ের রুগী—পাইখানা না হ'লে চল্‌বে কেমন করে?

কি বন্দোবস্ত করে, ভাইপোটিকে অন্ততঃ শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত আন্‌বেন, তুই ভায়ে অনেক যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক হলো যে তুটো বেঞ্চি কাপড় চোপড় দিয়ে ঘিরে নিয়ে তাঁরা একটা

কম্পার্টমেণ্টের মতন করে ফেল্‌বেন। দু চারটে হাঁড়ি সঙ্গে থাকলেই পাইখানার কাজ চলে যাবে।

শিলিগুড়ি থেকে সারাঘাট পর্য্যন্ত, একটা ইণ্টারক্লাস কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করবার জন্যও, শিলিগুড়ির ষ্টেশন মাষ্টারকে লেখা হলো।

এই রকম বন্দোবস্ত করে তাঁরা পঞ্চমীর দিন দারজিলিং থেকে রওনা হ'লেন। ছোট ভাইপোটি পাহাড় দেখ্‌তে দেখ্‌তে আসছিল; আন্‌মনে থাকায় রোগটা তত জানাল না। তাঁরা বিনা গণ্ডগোলে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছুলেন!

শিলিগুড়িতে এসে যে কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ পাওয়া গেল, তা'তে আবার পাইখানা নাই! এখন সমস্ত রাত্রি না গেলেত গাড়ী সারাঘাট পৌঁছুবে না, তবে এ দীর্ঘকালের জন্য কি বন্দোবস্ত করা যায়? দুই ভাই মহা মুস্কিলে পড়্‌লেন। ছুটো ছুটি করে একবার টিকিট কালেক্টার, একবার ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গেলেন, যদি একটা পাইখানা ওয়ালা গাড়ী পাওয়া যায়।

ষ্টেশন-মাষ্টার ও টিকিট কালেক্টার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে রকম সুবিধামত কামরা দিতে পারলেন না। কাজেই দারজিলিংএর গাড়ীতে যেমন বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তেমনই বন্দোবস্ত করা হলো।

* * *

হু হু শব্দে দারজিলিং মেল অন্ধকার ভেদ করে ছুটলো; শিকারপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি ষ্টেশন গুলো লাফে লাফে

ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। শিলিগুড়িতে সকলেই একটু জলযোগ করে নিয়েছিলেন। কম্পার্টমেণ্টে তেমন জায়গা নাই, আধা বসা, আধা শোওয়া ভাবে সকলেই থাক্‌লেন। বড় ভাই, ভাই পোটিকে দেখবার ভার নিয়ে, সবাইকে যেমন তেমন একটু ঘুমিয়ে নিতে বল্লেন।

রাত্রেই রোগ বাড়ে—এ স্থলেও তাই হ'লো। বড় ভাইটি চার পাঁচবার উঠে ভাইপোর শৌচের ব্যবস্থা করে দিলেন।

হাঁড়িটির মুখে সরা চাপা দেওয়া হয়েছিল বলে, দুর্গন্ধ কাকেও ভোগ কর্‌তে হল না।

* * *

একটু ফরসা হয়েছে, এমন সময় গাড়ী সারাঘাটে পৌঁছুল। "কুলী চাই" "কুলি চাই" বলে কুলীর দল গাড়ীর কাছে দৌড়ে এল। বড় ভাই, ভাইপোটিকে কোলে নিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে করে নিলেন। ছোট ভাই, জিনিষ পত্র কুলীর মাথায় দিয়ে ষ্টীমারে গেলেন।

ষ্টীমারে কোনরকমে জুতজাত করে বস্‌বার পর, ষ্টীমার ছাড়্‌বার বিলম্ব আছে দেখে, ছোট ভাই, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়ার জন্য, তীরে নেমে পায়চারি কর্‌তে লাগলেন। হঠাৎ কেমন মনে হলো—একবার দেখি না কেন, সেই সরাচাপা হাঁড়িটা আছে কি নাই! পূজোর ভিড়ে চোরের উপদ্রব ত আছেই, এমন একটা আন্‌কোরা হাঁড়ি সরা চাপা দেওয়া থাক্‌লে, যে সন্দেশের হাঁড়ি নয়—কে মনে করবে? তাতে তাঁর বড় ভাই

এমন ব্যবস্থা করেছিলেন, যে গাড়ীর ভিতর একটু জল পর্য্যন্তও পড়্‌তে পায় নাই। কুলী বেটাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এতক্ষণ হাঁড়িটে সরিয়েছে—তা'দের পূজোর বাজারে সন্দেশ টন্দেশ্ যা কিছু, এমনি করে উপরি লাভ।

কথাটা মনে হবামাত্র, ছোটভাই আপনাদের সেই গাড়ীটির দিকে গেলেন। একটু দূরে থেকে দেখ্‌লেন, গাড়ীটির নিকটে কেউ নাই। দরজা খুলে দেখেন—হাঁড়িটি কে সরিয়ে ফেলেছে। গাড়ীর অপর দিক দিয়ে উঁকি মারলে দেখা গেল, এক বেটা কুলী, অল্প একটু দূরে, গায়ে কাপড় চোপড় ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে। এত আর শীতকাল নয়, যে গায়ে কাপড় দেবার দরকার। বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন—কুলী বেটা সন্দেশের হাঁড়ী আপনার বাসায় রাখতে যাচ্ছে। সে যখন অনেক দূর গেছে, আর এ দিকে ষ্টীমার ছাড়বারও দেরী নাই, তখন প্ল্যাটফরমে একজন কনষ্টেবল দেখ্‌তে পেলেন। বল্লেন—"দেখো কনষ্টেবল্, হামারা একঠো মিঠাইকা হাণ্ডী ইয়ে কামরামে থা, লেকিন আবি মিল্‌তা নেই। হাম দেখা, এক কুলী ছিপাকে একঠো হাণ্ডী লেযাতা হ্যায়। হাম উস্‌কো দেখলানে সেক্‌তা। চলা আও হামারা সাথ।"

এই বলে, সেইখান থেকেই সেই পলাতক কুলীকে দেখিয়ে দিলেন। কনষ্টেবল সেই লোকটার দিকে চল্‌লো, তিনি নিজে ষ্টীমারে ফিরে এলেন। ষ্টীমারও তখনই ছেড়ে দিলে।

ছোটভাইটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। তিনি থাকতে থাকতে

চোরটা যদি পাক্‌ড়া পড়ত, তা হ'লে একটা গণ্ডগোল হতই—এখন সে ভয় আর কিছু রইল না।

কথাটা কিন্তু, বড় ভাইকে লজ্জার জন্য বলতে পাল্লেন না।

* * *

দৌড়ুলে পাছে চোরটা পালায়, সেজন্য কনষ্টেবল প্রভু হাঁটার মত, অথচ একটু দ্রুতপদে চল্‌তে লাগলো।—চোরটা আর পালাবে কোথায়? চোরটাও বেশ নিশ্চিন্দি হয়ে যাচ্ছিল, পথে একজন রেলের পয়েন্টস্‌ম্যানের সঙ্গে দেখা হয়! হাঁড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল "এ সমান, বড়া টিকিট কালেক্টার বাবুকো ডেরামে দেনা পড়েগা। ইস্‌মে মিঠাই হ্যায়।" পয়েন্টস্‌ম্যান আর কিছু বলে নাই। এমন জিনিষপত্র বাবুদের বাড়ী গিয়ে থাকে।

কুলী বেটা নিরুপদ্রবে আপনার বাসার দিকে চল্‌তে লাগল।

খানিক পরে কনেষ্টবল গিয়ে, চোর বেটার হাত চেপে ধরলে। ধমক দিয়ে বল্লে—"শালে তুম বড়া হুঁসিয়ার। হাম্‌রা আঁখমে মাট্‌টী ফেঁক্‌কে চোরী কর্‌কে ভাগো গে?"

চোর বেটার মুখে কথা নাই। কনষ্টেবল কুলীটার গায়ের কাপড় খানা টেনে নিয়ে তাকে বাঁধলে। সে একা—কি জানি বেটা যদি পালিয়ে যায়? কনষ্টেবল নিজে কখন চোর ধরে নাই, এই তার প্রথম।

হাঁড়িটের ভিতর কি আছে না আছে, দেখবার তত প্রয়োজন আছে বলে, কনষ্টেবল প্রভু মনে কল্লেন না। চোরটা যখন

সোৎসাহে কনষ্টেবল হাঁড়ি খুলিল।

কিছু বল্‌লে না, তখন ত সে স্বীকারই যাচ্ছে, যে বাবুর সন্দেশের হাঁড়ি সেই নিয়েছে!

মহা উল্লাসের সঙ্গে চোরকে নিয়ে, কন্‌ষ্টেবল প্রভু থানায় গিয়ে হাজির। তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু রোয়াকে বসে চুরুট খাচ্ছিলেন। কনষ্টেবল চোর ধরার কথা সমস্ত নিবেদন কর্‌লে।

ইন্‌সপেক্টার বাবু কুলীকে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বল্লেন—"ইয়ে শালা, হাণ্ডি তোমারা কাঁহা মিলা?"

চোরটা কাঁদুনীর সুরে বল্লে—"হুজুর এ হাণ্ডিঠো গাড়ীকা ভিতর কোই আদমি ছুট গিয়া থা—বহুত বখত লেনে নেই আয়া—উস ওয়াস্তে হাম উঠা লিয়া। খানেকো চিজ হ্যায় হুজুর, ইয়ে বহুত রুপেয়াকা মাল নেহি হ্যায়। হুজুর গরীবকা মা বাপ্—কসুর মাপ কিজিয়ে।"

ইনস্‌পেক্টার হাঁড়ি খুলে, কি জিনিষ আছে দেখতে চাইলেন।

সোৎসাহে কনষ্টেবল হাঁড়ি খুলিল, কিন্তু খুলবা মাত্র চার পা পিছিয়ে পড়ল। উচ্চৈঃস্বরে বল্লে—"বাবু সাব, মেরা জাত্ গিয়া, ইয়্যা সীতারাম! সীতারাম!"

এই বলে কনষ্টেবল মুহুর্মুহু থুতু ফেলতে লাগল। চোর বেটাও ব্যাপার বুঝতে পেরে "সীতারাম! সীতারাম!" বলতে বলতে, নাক মুখ সিটকাতে ও থুতু ফেলতে লাগল।

ইনস্‌পেক্টার যখন বুঝলেন—চোর বেটার ও কনষ্টেবলের কেমন কর্ম্ম ভোগ হয়েছে, তখন নিজে নিজে ভারী হাসি হেসে নিলেন। হাসি থামলে বল্‌লেন—"তুম্ বড়া বড়িঁয়া চোর—

ঔর তুম্ বড়া বড়িঁয়া সিপাহী হ্যায়। তুম্ চোর হোকে নেহি দেখতা, কিয়া চিজ তুম উঠাতেহো—ঔর সিপাহী হোকে, চিজ্ নেই দেখ্‌কে, তুম্ চোরকে গ্রেপ্তার কর্‌তেহো ! তুম লোক্‌কা খোদা সাজা দিয়া—আবি দরিয়ামে যাকে শুধ্ হোকে আও, ঔর মেথরকো বোলা দেও।

ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

সতীশ চন্দ্র D. T. S আফিসের বারান্দায় একটা বেঞ্চির উপর বসে বসে ভাবছিল। সে আজ প্রায় এক সপ্তাহ বাড়ী থেকে এসেছে। বাড়ীতেই চিঠি গিছলো, যে সে টেলিগ্রাফ প্রোবেসনার নিযুক্ত হ'য়েছে—আসা মাত্র কাজে বাহাল হবে। কিন্তু তা' হলো কৈ?—প্রথমেই বিপত্তি ডাক্তারী-পরীক্ষায়। রোগশূন্য, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হ'লেও, দেখতে ছিপ্ছিপে ব'লে, ডাক্তার সাহেব, তা'কে ফেল করে বসে আছেন। ম্যালেরিয়ার দেশে তার বাড়ী বলে, বড় পিলে লিভার খুজে না পেলেও, ডাক্তার সাহেব কখনই বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি যে, সতীশের এ খুঁত গুলি নাই। তা' ছাড়া, ডাক্তারের মতে সে "Colour blind"—অর্থাৎ রঙ্গ চিন্‌তে পারে নাই। ডাক্তার যা' বলেছেন তা' অবশ্য ঠিক নয়। প্রথামত সতীশকে নানা রঙ্গের একরাশ উল (Wool) বার করে দেখান হয়েছিল—অনেক গুলোর নাম, ইংরাজীতে সতীশ ঠিক্ ঠিক্ ব'লতে পেরেছিল, কিন্তু কতক গুলোর ইংরাজী নাম ঠিক্ হয় নাই। সতীশ সাহেবকে বুঝুতে চেষ্টা করেছিল যে, সে রঙ্গ গুলো সবই চিন্তে পেরেছে—তার বাঙ্গলা নামও বল্‌তে পারে—তবে ইংরাজী নাম তার মনে পড়ছে না। সাহেব শুনেন নাই। এর পর

সাহেবের মতে, সতীশের আর একটু দোষ হ'য়েছিল। সতীশকে রৌদ্রের দিকে মুখ করিয়ে, দাঁড় করিয়ে, দূর থেকে একটা ছোট ফোঁটা দেওয়া কার্ড, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যখন দেখান হচ্ছিল, তখন, সতীশ দুই একবার গুণে বলতে ভুল করেছিল, সাহেব সে সামান্য দোষটা দৃষ্টিহীনতার মধ্যে ধরে নিয়েছিলেন। কাজেই সতীশ ডাক্তারী সার্টিফিকেট পায় নাই।

চাক্‌রীটা ফস্‌কে যায় দেখে, নিরুপায় হয়ে, সে D.T.S. সাহেবের কাছে, ব্যাপার কি হয়েছে জানিয়ে, অন্য ডাক্তারের নিকট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে ছিল। সাহেব আফিসে ছিলেন না ব'লে, এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পায় নাই। আজ সাহেব আফিসে এসেছেন, একটা কিছু হুকুম বেরুতে পারে বলে, সে আফিসে বসে তার প্রতীক্ষা ক'রছিল।

* * *

বেলা ৪টার সময় আফিসের একটা চাপরাশী সতীশকে একখানা চিঠি দিলে—তা'তে লেখা আছে—সে বড় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। বড় ডাক্তার সাহেব, তাঁর অন্য জায়গায় পরীক্ষার ব্যবস্থা কর্‌বেন।

চিঠিখানা পেয়ে, সতীশ যে বিশেষ কিছু আশা পেলে—তা' নয়। সে খুব জান্‌ত, ডাক্তার গুলো শেয়াল বিশেষ। যেমন সব শেয়ালের এক রা—ডাক্তারদের ও তেমনি। এক জনের যা' মত, আর এক জনেরও তাই। সতীশকে যখন ফেল ক'রেছে, তখন যে সে আবার পাশ হবে, সেটা দুরাশা মাত্র।

যা' হোক, সকাল বেলায় সে বড় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলে। ডাক্তার সাহেব কিছু না বলে, তাকে অন্য একটা ষ্টেশনে, ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চিঠি দিলেন।

দুপুরের ট্রেণে সে সেই ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লো। ষ্টেশনে পৌঁছিয়েই, ডাক্তার খানার দিকে গেল। সেখান কার ডাক্তার একজন বাঙ্গালী বাবু। বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর। ডাক্তারীতে বেশ অভিজ্ঞতা ও সুনাম আছে। মুখখানা সর্ব্বদাই হাস্যোৎফুল্ল। ডাক্তার বাবুর প্রকৃতি সরল ও উদার।

সতীশ প্রণাম করে চিঠি খানা দিতেই, তিনি তাকে যত্নের সহিত বস্‌তে বল্লেন। তারপর চিঠিখানা পড়ে, সতীশকে তার বাড়ী কোথায়, পড়া শুনা কতদূর হ'য়েছে, বাপ মা আছেন কিনা, বিবাহ হয়েছে কিনা, জায়গা জমি কিরূপ আছে ইত্যাদি খুঁটি নাটি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে—সতীশ তার বাড়ী—বর্দ্ধমান জেলায়, পড়া শুনায়—এণ্ট্রান্স পাশ, বাপ মা—বর্ত্তমান, এখনও অবিবাহিত, আর জায়গা জমি মধ্যবিত্ত গেরস্তর মত আছে জানালে, ডাক্তার বাবু ভারী প্রীত হ'লেন। তারপর বল্লেন—"আপনার পরীক্ষে ত করা যাবে, এখন আপনি এখানে এসে উঠেছেন কোথায়? চেনা শোনা কেউ আছে কি?

সতীশ বল্লে—"আজ্ঞে, না। পরিচিত এখানে কেউ নেই, তবে আজকার রাতটা হোটেলে কাটিয়ে দেবো এখন।"

ডাক্তার বাবু হেসে বল্লেন—"হোটেলে যেতে হবে না, আমার বাসাতেই থাকবেন, আহারাদিও হ'বে। এই প্রথম

বিদেশে বেরিয়েছেন, কষ্ট করা তত অভ্যাস হয় নি। হোটেলে খাওয়া ত আছেই।"

সতীশ সঙ্কুচিত হ'লেও তা'তেই স্বীকার হ'লো।

পরীক্ষা কখন হবে জিজ্ঞাসা করাতে, ডাক্তার বাবু বল্লেন—"আজ আর নয়, কাল সকালেই হবে।"

সতীশ, জায়গাটা কিরূপ দেখবার জন্য, বে'র হলো।

সন্ধ্যা হবার একটু দেরী আছে। পথের মাঝে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সতীশের দেখা হলো। ডাক্তার বাবু বল্লেন—"এ জায়গাটা ত' আর সহর নয়—দেখবার তেমন কিছুই নাই। তবে এই খোলা মাঠটা আছে বলে, সকাল সন্ধ্যায় একটু বেশ বেড়াতে পারা যায়। আপনার যদি বেড়ান শেষ হয়ে থাকে, তবে আসুন, এক সঙ্গে বাসায় যাওয়া যাক।"

রেল লাইনের ধার দিয়েই রাস্তা। যেতে যেতে ডাক্তার বাবু বল্লেন—"একটা গাড়ী আসচে বোধ হয়। সিগন্যালের পাখাটা কিন্তু ভাল করে পড়ে নাই—আলোটা এক রকম দেখা যাচ্ছে না—বোধ হয় গাড়ীটা দাঁড়িয়ে যাবে।"

সতীশ সিগন্যালের দিকে চাইলে। তার পর বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ, পাখাটা একবারেই ভাল রকম করে পড়েনি। আলোটা, কতকটা লাল, কতকটা সবুজ, আবার কতকটা সাদা দেখা যাচ্ছে। কেন—এক রকম আলো না হলে, গাড়ী দাঁড়িয়ে যায় নাকি?""

ডাক্তার বাবু বল্লেন—"হাঁ, আলোটা শুধু সবুজ হওয়া দরকার।"

পরে অন্য কথাবার্ত্তা বল্‌তে বল্‌তে, দুজনে বাসায় এসে পোঁছুলেন।

রাত্রে চব্য চুষ্য, লেহ্য, পেয় আহারের আয়োজন হয়েছিল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী নিজেই পাক করে ছিলেন। ডাক্তার বাবু নিজে খেতে ও লোককে খাওয়াতে জানেন। তিনি সতীশকে অসঙ্কোচে ও তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখে, ভারী খুসি হ'লেন।

একটি ভাল বিছানা সতীশকে ঘুমুতে দেওয়া হ'লো।

* * *

সকাল হলে সতীশ খোলা মাঠের দিকে বে'র হলো। পাড়াগাঁয়ে-লোক—পাইখানা তত পচ্ছন্দ করে না। খোলা মাঠে শৌচাদি সারবে, আর খানিকটা বেড়িয়েও নেবে, সতীশ এরূপ মনে করে বের হ'য়েছিল।

একটা ছোট নদীর ধারে শৌচাদি সারা হয়েছে, এখন দাঁতন করা চাই। মাঠে কতকগুলো বড় বড় আম ও বুনো গাছ ভিন্ন আর কিছু নাই। আম ডাল ভেঙ্গেই দাঁতন করা যাক্ মনে করে, জুতো খুলে, সতীশ একটা বড় আম গাছে উঠে পড়ল। গাছে উঠা, সাঁতার দেওয়া, কুস্তী করা, দৌড় ঝাঁপ, এ বিষয়ে সতীশ খুব পটু।

যখন আম ডাল ভেঙ্গে, সতীশ গাছে বসেই দাঁতন করছে তখন দেখে, ডাক্তার বাবু গাছটার ভারী কাছে এসে পড়েছেন। গাছে চড়ে থাকাটা ভদ্রোচিত হবে না বলে, কিছু মাত্র চিন্তা না

করে, দোতালার চেয়ে উঁচু একটা ডাল থেকে, ঝুপ্‌ করে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

ডাক্তার বাবু প্রায় গাছের তলায় এসে পড়েছিলেন। হেসে বল্লেন—"সতীশ বাবু গাছে উঠে করছিলেন কি ?"

সতীশবাবু একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে—"আজ্ঞে দাঁতন খুজে পাচ্ছিলুম না, তাই গাছটায় উঠ্‌তে হয়েছিলো।"

ডাক্তার বাবু বল্লেন, "বেশ, বেশ, সব রকমই জানা দরকার। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা, সহরের ছেলেদের চেয়ে এ বিষয়ে খুব মজবুত।"

তার পর ডাক্তার বাবু বেড়াতে চলে গেলেন।

* * *

বেলা ৮টার সময় সতীশ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার খানায় গেল। ডাক্তার বাবু, তাকে কোন রকম পরীক্ষা না করেই, সার্টিফিকেট খানি তার হাতে দিলেন। সতীশের মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার বাবু বুঝ্‌তে পাল্লেন—সে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছে।

খানিক পরে, একটু হেসে ডাক্তার বাবু বল্লেন—"সতীশ বাবু, আপনি মনে করেছেন আমি আপনার উপর দয়া করে এই সার্টিফিকেট খানা দিয়েছি—তা নয়। আমাদের মেডিক্যাল সায়ান্সে অনুসারে, স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করবার নানা রকম প্রণালী আছে ও তা'তে খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেহের বিষয় ধরা যায় বটে, কিন্তু তবুও তা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তারপরে ডাক্তার অনুসারে পরীক্ষার

ও তারতম্য হ'য়ে থাকে। আপনারা কোম্পানীর কাজ কর্‌বেন, স্বাস্থ্যের হিসাবে আপনারা কর্ম্মক্ষম কিনা—দৃষ্টি শক্তি আছে কি না—এই সব দেখ্‌বার জন্যই, আমাদের কাছে আপনাদিগকে পাঠান হয়। মোটামুটি হিসাবে আমাদের দেখা দরকার, কারণ—যখন আমরা বলতে পারি না—সার্টিফিকেট দেবার পর মুহূর্ত্তে আপনাদের দেহের অবস্থা কি হতে পারে। আর এই যে আপনি ডাক্তার সাহেবের কাছে, রঙ্গ গুলার ইংরাজী নাম বল্‌তে পারেন নি। আপনি বলছেন ও আমিও বিশ্বাস করি, যে আপনি সমস্ত রঙ্গগুলোর ইংরাজী নাম না জানলেও, বাঙ্গালা নাম জানেন। কিন্তু সমস্ত রঙ্গগুলোর নাম কেই বা জানে, আর তা জানবারই বা প্রয়োজন কি? রঙ্গের বিষয়ে দৃষ্টি বিভ্রম হয় কি না, তা ধরতে বেশীক্ষণ লাগে না। আমি আপনাকে বেশী পরীক্ষা করি নাই ও তার জন্য যে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হ'য়েছে এ আমি মনে করি না। আমি যখন দেখলুম আপনার মুখ খানি স্বাস্থ্যপূর্ণ, আপনি একটা উঁচু ডাল থেকে অনায়াসে লাফিয়ে পড়লেন—একটুকুও হাঁফালেন না—সহজ ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, দূর থেকে সন্ধ্যার সময় সিগন্যালের লাল, সবুজ, সাদা, আলো দেখতে পেলেন, রাত্রে আমার বাসায় পর্য্যাপ্ত আহার করলেন, তখন আর আপনার স্বাস্থ্যের অভাব কি? আপনাকে আমি ন্যায় মতই সার্টিফিকেট খানি দিয়েছি, আপনার বিস্মিত হবার কিছুই কারণ নাই।"

সতীশ কোন কথাই বলতে পারলে না। ডাক্তার বাবুর

অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখে, তার মনে হ'তে লাগল—সেই ছোকরা সাহেব ডাক্তার ও এই অভিজ্ঞ বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর মধ্যে কত প্রভেদ। এটি দলছাড়া লোক—না হলে সব শেয়ালেরই এক রা।

আহারাদি সেরে, ডাক্তার বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, সতীশচন্দ্র সার্টিফিকেট দাখিল কর্তে, স্মিতমুখে রওনা হলো।

সম্পূর্ণ।